কবি গিরিধর কৃত

মহাকবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের

প্রাকৃত পদ্যানুবাদ।

"পূর্ণিমার চন্দ্র কিবা হাতের আড়ে রয়।"

জ্ঞানদাস।

Can the full moon be hid with the palm of the hand.

ডাইরেক্টার জেনেরাল আব্ পোষ্ট আফিসের আসিষ্টাণ্ট
শ্রীশ্যামলাল বসাক কর্ত্তৃক সংশোধিত ও বিবিধ
টিপ্পনী এবং জয়দেবের জীবনবৃত্তান্ত
সহিত প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৩ নং আপার চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকো
আর্ট ইউনিয়ন প্রেশে
শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮১০।

☞ To be had of the editor at the office of Director-General, Post office.

মূল্য ॥০ আট আনা।

মুখবন্ধ।

(১) জয়দেবের জীবন বৃত্তান্ত।

মহাকবি জয়দেব রাঢ়দেশে বীরভূম জেলার অন্তর্গত কেন্দু-বিল্ব গ্রামে ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ কেন্দুবিল্বগ্রাম এক্ষণে "কেন্দুলি" বলিয়াই অধিক প্রসিদ্ধ, এবং উহা অজয় নদের উত্তরে স্থিত। তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামাদেবী, এবং পত্নীর নাম পদ্মাবতী দেবী। তিনি কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য। সার উইলিয়ম জোন্স অনুমান করেন যে জয়দেব মহাকবি কালিদাসের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন*। কিন্তু এই মত নিতান্ত অগ্রাহ্য; কেননা উক্ত মহাত্মা কোন প্রমাণ দ্বারা এই মত দৃঢ়ীভূত করেন নাই, কেবল মাত্র একটা উদ্ভট কথার উপর নির্ভর করিয়াছেন। কালিদাসের পূর্ব্বে রাঢ় ও গৌড়দেশের

---

* "The loves of Krishna and Radha, or the reciprocal attraction between the divine goodness and the human soul, are told at large in the tenth book of the Bhagbat, and are the subject of a little pastoral drama, entitled "Gitagovinda;" it was the work of Jayadeva, who flourished, it is said, before Kalidasa, and was born, as he tells us himself, in Kenduli, which many believe to be in Kalinga; but since there is a town of a similar name in Burdwan (Beerbhoom ?) the natives of it insist that the finest lyric poet of India was their countryman, and celebrate in honour of him, an annual Jubilee, passing a whole night in representing his drama, and in singing his beautiful songs."—Asiatic Researches, Vol. III, P. 182.

অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা কেহই জানেন না। সে সময়ে এ অঞ্চলে লেখাপড়ার চর্চ্চা ছিল কি না তাহাই সন্দেহ স্থল। জয়দেব কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি হইলে, কোন না কোন সংস্কৃত গ্রন্থে কিম্বা কোন না কোন টীকাতে তাঁহার কবিতা উদ্ধৃত হইত কিম্বা তাঁহার নাম উল্লিখিত হইত। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই তাহা দেখাইতে পারেন নাই। জয়দেবের রচনা প্রণালী পাঠ করিলে বোধ হয় যে তিনি সংস্কৃত ভাষায় আধুনিক কবি, কালিদাসাদির ন্যায় প্রাচীন কবি নহেন। গীতগোবিন্দের ছন্দোবন্ধ আধুনিক সময়ের বলিয়া বোধ হয়, এবং উহার গীত গুলি মাত্রাবৃত্তিতে রচিত। বোধ হয় গীতগোবিন্দের ছন্দঃ প্রণালী অনুকরণেই হিন্দী ভাষার বোলা, চৌপেয়া এবং আদিম বাঙ্গালা ভাষার কবিতাগুলি রচিত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাস কৃত এক খানি ছন্দোগ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, উহার নাম "শ্রুতবোধ"। সংস্কৃত কাব্যে যে সকল ছন্দঃ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উক্ত গ্রন্থে তাহাদিগের সকলেরই নাম ও লক্ষণ উল্লিখিত আছে। কিন্তু আর্য্যাছন্দঃ ব্যতীত অন্য কোন মাত্রাবৃত্তি গঠিত ছন্দের নাম এ গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। ষোড়শ মাত্রাত্মক পজ্‌ঝটিকা ছন্দের নাম ঐ গ্রন্থে নাই। জয়দেবের গীতগোবিন্দে ষোড়শমাত্রাবৃত্ত্যাত্মক কবিতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু কালিদাসাদির সময়ে ঐ ছন্দঃ ব্যবহৃত হইত না। ইহাতেই অনুমিত হইতেছে যে জয়দেব কালিদাসের পরবর্ত্তী কবি। গঙ্গাদাস কৃত ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থে অনেক গুলি মাত্রাত্মক ছন্দের নাম উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ছন্দোমঞ্জরীগ্রন্থ জয়দেবের তিরোভাবের অনেক বৎসর পরে রচিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয়।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলি পাঠ করিতে ভাল বাসিতেন, ইহার প্রমাণ চৈতন্যচরিতামৃতে* এবং বৈষ্ণবদিগের অন্যান্য গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চৈতন্যদেব ১৪০৭ শাকে (ইংরাজী ১৪৮৬ সালে) শরীর পরিগ্রহ করেন। সুতরাং জয়দেব চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত জয়দেবচরিতে লিখিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি জয়দেবের "হৃদিবিসলতাহারো" ইত্যাদি কবিতাটীর ভাব লইয়া একটী পদ বাঁধিয়াছেন; জয়দেব বিদ্যাপতির পূর্ব্ব সাময়িক না হইলে এরূপ অনুকরণ নিতান্ত অসম্ভাবিত হইত। এ কথা যুক্তিসঙ্গত বটে। শুদ্ধ বিদ্যাপতি কেন, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি পদরচয়িতারা জয়দেবের চরণচিহ্ন অনুসরণ করিয়া খ্যাতনামা হইয়াছেন। তাঁহাদিগের পদ জয়দেবের গীতগোবিন্দের ন্যায় রাগতালমানে গীত হইত। আমরা যখনই তাঁহাদিগের পদাবলি পাঠ করি, তখনই জয়দেবের "মধুর কোমলকান্ত পদাবলীং" মনে পড়ে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে যে প্রেম, যে রস এবং যে লালিত্য আস্বাদিত হয়, ইহাদিগের পদাবলিতেও সেই প্রেম, সেই রস এবং সেই লালিত্য আস্বাদিত হয়। ইহারা সকলেই জয়দেবের নিকট ঋণী বলিয়া আমাদিগের প্রতীতি হয়। সুতরাং জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসাদির পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বলিয়া গ্রাহ্য

---

* বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত গোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥
মধ্যে মধ্যে আপনে প্রভু শ্লোক পড়িয়া।
শ্লোকের অর্থ করে প্রভু বিলাপ করিয়া॥
চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যখণ্ড; সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

হইতে পারে। কিন্তু বিদ্যাপতি কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন? বিদ্যাপতি চৈতন্যদেবের প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা অনেকেই অনুমান করেন। আমরাও এইরূপ অনুমান করি। দৃঢ় প্রমাণাভাবে আমরা এ বিষয় নিশ্চিত বলিতে পারিলাম না। বিদ্যাপতি চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি; কিন্তু তিনি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, কি এক শত বা ততোঽধিক বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা কেহই দৃঢ় করিয়া বলিতে পারেন না।

অধ্যাপক লাসেন সাহেব বলেন, যে জয়দেব ১১০০ হইতে ১১৫০ খৃষ্টীয় অব্দের মধ্যে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (১০২১ হইতে ১০৭১ শাক)। গ্রিয়ারসন সাহেব "বিদ্যাপতি ও তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ" প্রস্তাবে লাসেন সাহেবের মত গ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং প্রমাণ দ্বারা ঐ মত দৃঢ়ীভূত করিয়াছেন। তিনি রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধ কবি চান্দ হইতে একটী কবিতা* উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে জয়দেবের নামোল্লেখ আছে। কবি চান্দ পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক লোক ছিলেন। ১১১৪শাকে (১১৯৩ খৃঃ অব্দে) পৃথ্বীরাজের পতন হয়, এবং চান্দ ঐ ঘটনার প্রায় দশ বৎসর পরে আপনার কাব্য প্রণয়ন করেন। অতএব জয়দেব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বর্ত্তমান ছিলেন।

গ্রিয়ারসন সাহেবের মতে জয়দেব মহারাজা লক্ষ্মণসেনের সভার অন্যতম একটী রত্ন ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজ-ভবনের প্রবেশ দ্বারে একখণ্ড প্রস্তরফলকে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়ঃ—

---

* "জয়দেব অটং করো কচ্চিরায়ং।
জিতৈ কেবল কিচো গোবিন্দ গায়ং॥"

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥"

জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে এই সকল কবির নাম উল্লিখিত আছে। অতএব জয়দেব গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের সভা উজ্জ্বল করিতেন, ইহা প্রমাণীকৃত হইল। ওয়েবার সাহেব কৃত "ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থের মতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং জয়দেব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে (একাদশ শত শাকে) বর্ত্তমান ছিলেন*।

টড সাহেবের মতে জয়দেব ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কোন কোন মহাত্মার মতে জয়দেব পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। কিন্তু এ সকল স্বকপোলকল্পিত মত আমরা গ্রাহ্য করিতে পারি না। সনাতন গোস্বামীর মতে জয়দেব গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক ছিলেন। বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত জয়দেব চরিতে লিখিয়াছেন, "যদি প্রাচীন পণ্ডিতের মতই অপেক্ষাকৃত আদরণীয় হয়, তাহা হইলে সনাতন গোস্বামীর নির্দ্দিষ্ট সময়কেই বিশ্বাস করাই কর্ত্তব্য"। আমরা তাহাই বিশ্বাস করি, এবং টড সাহেব, এলফিনষ্টোন্ সাহেব প্রভৃতির মত অপেক্ষা সনাতন গোস্বামীর কথা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করি।

---

* According to Bühler (letter September 1875) Jayadeva flourished under King Lakshmansena of Gauda, of whom there is extant an inscription of the year 1116, and whose era, still current in Mithila, begins, according to Ind. Ant. IV. 300, in A. D. 1170. Weber's Hist. of Ind. Lit. London 1878, p. 210.

জয়দেবের বাল্যাবস্থার বিবরণ আমরা কিছুই অবগত নহি। কেহ কেহ গীতগোবিন্দকার জয়দেবকে "পক্ষধর মিশ্র" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত "পক্ষধর মিশ্র" প্রসন্নরাঘবকার জয়দেবের উপাধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। জয়দেব অল্প বয়সেই সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নানা তীর্থস্থান দর্শনার্থে পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হন। একদা জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া স্বীয় দুহিতা পদ্মাবতীকে জয়দেবের নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়দেব প্রথমে দারপরিগ্রহ বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া শেষে জগন্নাথের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন, এবং তদবধি সংসারাশ্রম পুনর্গ্রহণ করিলেন। জয়দেব সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া বৃন্দাবন ও জয়পুরে গমন করেন এবং কোন সদভিপ্রায়ে কিঞ্চিৎ অর্থও সংগ্রহ করেন; কিন্তু পথি মধ্যে দস্যুগণ কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

এই সময়ে তিনি কোন এক রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই রাজা কে? পূর্ব্বে আমরা প্রমাণ করিয়াছি, যে জয়দেব মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভার একটী রত্ন ছিলেন। অতএব আমাদিগের বিবেচনায় ঐ রাজা লক্ষ্মণসেন ব্যতীত অন্য কেহই নহেন। একদা রাণী জয়দেবের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ রটনা করেন। পদ্মাবতী এই সংবাদ সত্য জ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেন। জয়দেব এই ঘটনাতে চিত্ত-বিচলিত না হইয়া কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাইয়া পত্নীকে পুনরুজ্জীবিতা করেন। ইহাতেই অনুমিত হইতেছে, যে পদ্মাবতী পতির মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন মাত্র, একবারে প্রাণ ত্যাগ করেন নাই।

জয়দেবের বংশের শাখা প্রশাখা অদ্যাপি বীরভূম জেলায় বর্ত্তমান আছে। ইহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপাধি মুখোপাধ্যায়, গোত্র ভরদ্বাজ। জয়দেবের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যিনি যাহা লিখিয়াছেন, সে সমুদায়ই উপন্যাস মাত্র। প্রকৃত বৃত্তান্ত কেহই জানেন না, এবং তাহা জানিবার কোন উপায়ও নাই।

কবির স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের গৃহে গীতগোবিন্দ কাব্যের এক খানি প্রাচীন হস্তলিপি আছে। উহাতে মূল সংস্কৃত শ্লোক এবং বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অর্থ বিবৃতি লিখিত আছে। উক্ত গ্রন্থে গীত-গোবিন্দের তৃতীয় সর্গের অন্তর্গত—"বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন। কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভব রোহিণীরমণেন।" এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে এইরূপ লেখা আছে, যথা—"বর্ণিতং জয়দেবকেন জয়দেব কবি যে তিনি বর্ণন করিলেন ইদং এই প্রবণেন ছন্দো-গত নিম্নোন্নতেন। জয়দেব কবি যে তিনি কেমন, কেন্দুবিল্ব তাঁহার বসতি গ্রাম সেই হইল সমুদ্র তাহাতে জন্মিয়াছেন যিনি। পুনশ্চ কেমন রোহিণীরমণেন কবির স্ত্রীর নাম রোহিণী শ্লেষে আপ-নাকে চন্দ্ররূপ বলিলেন। চন্দ্র যে তিনি সমুদ্র সম্ভূত এবং রোহিণী-রমণ বটেন।" তবে কি পদ্মাবতীর অপর নাম রোহিণী ছিল?

কলিকাতা রিবিউ (Calcutta Review) পাঠে জানা যায় যে জয়দেবের সমাধি ইলামবাজারের নিকটস্থ কেন্দুলি গ্রামে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। প্রতি বৎসর মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিবসে ঐ স্থানে জয়দেবের স্মরণার্থে বৈষ্ণবদিগের এক মহামেলা হইয়া থাকে। ইলামবাজার হইতে ছয় ক্রোশ অন্তরে কতম-খণ্ডী নামক গ্রামে জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন;

ঐ স্থান অদ্যাপি জয়দেবপুর বলিয়া বিখ্যাত। এই সকল জ্বলন্ত প্রমাণ সত্ত্বে জয়দেব, কলিঙ্গ, ত্রিহুত প্রভৃতি দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? মোগল সম্রাট্ আকবর গীতগোবিন্দের একজন প্রধান স্তাবক ছিলেন।

ভক্তিতত্ত্ব গ্রন্থের মতে জয়দেব "কৃষ্ণপ্রেম সাগর" নাম দিয়া একখানি পঞ্চাঙ্ক সমন্বিত নাটক রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু উক্ত গ্রন্থ কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।

"রতিমঞ্জরী" ও "শৃঙ্গারপদ্ধতি" নামক গ্রন্থদ্বয় জয়দেবের রচিত বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করেন; কিন্তু ঐ গ্রন্থদ্বয়ে যে রূপ ঘৃণিত ও অকিঞ্চিৎকর বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা কেন্দুবিল্ব নিবাসী জয়দেবের রসময়ী লেখনীবিনিস্থত বলিয়া কখনই প্রতীত হয় না। উক্ত গ্রন্থদ্বয় অন্য কোন জয়দেবের রচিত হইবে।

গীতগোবিন্দ আদ্যোপান্ত সঙ্গীতময়; কেবল সর্গের প্রারম্ভে ও সমাপ্তিকালে এবং মধ্যে মধ্যে এক একটী শ্লোক দৃষ্ট হয়। অনেকেই তানলয়মানে এই মহাকাব্য গান করিয়া থাকেন। গীতগোবিন্দের সঙ্গীত সম্বন্ধে সার্ উইলিয়ম জোন্স এই কথা বলেন—

"When I first read the songs of Jayadeva who has prefixed to each the name of the mode in which it was to be sung, I had hopes of procuring the original music, but the Pandits of the south referred me to those of the west, and the Brahmans of the west would have sent me to those of the north, while they of Nepal and Cashmere declared that they

had no ancient music but imagined that the notes of the 'Gitagovinda' must exist, if any where, where the poet was born." (Sir W. Jones, Vol. I. P. 440.

সার উইলিয়ম জোন্স অনেক দুঃখে এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাস্তবিক পণ্ডিতেরা গানের কি ধার ধারে? তাঁহারা শ্লোক, টীকা, বৃত্তি, অন্বয় ইত্যাদি বিষয় লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকেন। তাঁহারা কখন সংগীত শাস্ত্রের আলোচনা করেন না। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সংগীত শাস্ত্রের চর্চ্চা করেন বটে, কিন্তু আমাদিগের দেশে সে পদ্ধতি দৃষ্ট হয় না। এ দেশে পণ্ডিতের দল স্বতন্ত্র, গায়কের দল স্বতন্ত্র। এই জন্যই সার উইলিয়ম জোন্স গীতগোবিন্দের সংগীত বিষয়ে হতাশ হইয়া উপরোক্ত ঐ খেদের কথা গুলি লিখিয়াছেন। আমরা এই স্থলে গীতগোবিন্দের সঙ্গীত সম্বন্ধে একটী ক্ষুদ্র ঘটনা প্রকাশ করি। অনেকেই চুঁচুড়া নিবাসী মৃত মহাত্মা রামসুন্দর শীলের নাম শুনিয়া থাকিবেন, তিনি এক জন প্রসিদ্ধ "খেয়াল" গাইয়ে ছিলেন, এবং তিনি সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষার্থে প্রায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। একদা জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তদীয় আবাস ভবনে উপস্থিত হওয়াতে, রামসুন্দর বাবু বিনীতবচনে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিত উত্তর করিলেন—"আমি অনেক দূর হইতে আপনার গান শুনিতে আসিয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।" রামসুন্দরবাবু সেই সময়ে স্নানার্থে তৈল মর্দন করিতেছিলেন; তিনি তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ জল হস্তে ও মস্তকে প্রদান করিয়া তানপুরা লইয়া জয়দেবের গীতগোবিন্দের কিয়দংশ গাহিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ রামসুন্দর বাবুর সরস কণ্ঠ-

বিনির্গত গান শ্রবণ করিয়া অশ্রুজলে ভাসমান হইলেন, এবং ভূয়োভূয়ঃ রামসুন্দর বাবুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যদি সার উইলিয়ম জোন্স পণ্ডিতদিগের নিকট না যাইয়া রামসুন্দর বাবুর ন্যায় কোন কলাবতের নিকট গমন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার আশা ফলবতী হইত, সন্দেহ নাই। কালনানিবাসী আমাদিগের জনৈক বন্ধুর মুখে জয়দেবের গীত শুনিয়া আমরা অনেক সময়ে মোহিত হইয়াছি।

জয়দেবের গীতগোবিন্দকাব্যের সমালোচনা করা আমাদিগের অভিপ্রায় নহে। কেন না আমরা সংস্কৃত গীতগোবিন্দ মুদ্রাঙ্কিত করিতেছি না! তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যে এরূপ ''মধুর কোমলকান্ত পদাবলী'' কোন দেশে কোন ভাষাতে লক্ষিত হয় না। আজ কাল ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট গীতগোবিন্দ যথেষ্ট আদৃত হইতেছে। মহাত্মা সার উইলিয়ম জোন্স প্রথমে ইংরাজীতে গীতগোবিন্দের অনুবাদ করেন; পরে অধ্যাপক লাসেন সাহেব লাটিন ভাষায়, রুকার্ট সাহেব জর্ম্মাণ ভাষায়, এবং সম্প্রতি আর্ণল্ড সাহেব ইংরাজী পদ্যে ঐ মহাকাব্যের অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন। যে সকল ইউরোপীয় মহাত্মারা আমাদিগের জয়দেবকে আদরে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সকল মহাত্মা আমাদিগের অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র, এবং আমরা চিরকাল তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ রহিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে গীতগোবিন্দ প্রতি বঙ্গগৃহে রক্ষিত হওয়া উচিত, তাহা না হইয়া অনেকেই উহার নাম পর্য্যন্তও অবগত নহেন।

(২) গীতগোবিন্দের প্রাকৃত পদ্যানুবাদ।

অনেকেই জানেন যে গীতগোবিন্দের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ রসময় দাস নামে কোন ব্যক্তি লিখিয়া গিয়াছেন, এবং সচরাচর সেই অনুবাদই মুদ্রাঙ্কিত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। আমাদিগের গৃহে রসময় দাসের পদ্যানুবাদ হস্তলিপিতে বর্ত্তমান আছে; বাজারে রসময় দাসের নাম দিয়া যে পদ্যানুবাদ বিক্রীত হয়, তাহাতে অনেক স্থলে ভ্রম এবং চরণস্খলন দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, আমাদিগের গৃহে হস্তলিপিতে কবি গিরিধরকৃত গীতগোবিন্দের যে প্রাকৃতানুবাদ বর্ত্তমান আছে, এবং যাহা আমরা অদ্যাপি মুদ্রিতাকারে দৃষ্টি করি নাই, আমরা সেই অনুবাদ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছি। গিরিধর জনৈক বৈষ্ণব কবি ছিলেন; তিনি ১৬৫৮ শাকে আষাঢ় মাসে ঐ প্রাকৃতানুবাদ সমাপ্ত করেন। অর্থাৎ মহাকবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য সংপূর্ণ হইবার প্রায় ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে ঐ অনুবাদ রচিত হয়। সুতরাং গিরিধর ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কবি ছিলেন। রসময় দাস কেবল শাদা পয়ারে গীতের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া গীতগোবিন্দের অনুবাদ করিয়াছেন। গিরিধর তাহা করেন নাই। তিনি মূলের অনুকরণে রাগ ও তালে পদ বাঁধিয়াছেন। অর্থাৎ জয়দেবের যে যে পদাবলি যে যে রাগ ও তালে গীত হয়, গিরিধরকৃত প্রাকৃত ভাষায় গীতগোবিন্দের সেই সেই স্থল সেই সেই রাগ ও তালে গীত হইতে পারে। অপিচ, রসময় দাস অনেকস্থলে বিশদরূপে লিখিতে পারেন নাই। আমরা উভয়ের অনুবাদ পাঠ করিয়া এই মীমাংসা করিয়াছি। যে স্থলে দুই চারি পংক্তিতে ভাব-

সমাপ্তি হয়, রসময় দাস সেই স্থলে প্রায় দুই চারি পাতা লিখিয়াছেন। গিরিধর পয়ার, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী প্রভৃতি বিবিধ ছন্দঃ ব্যবহার করিয়াছেন; এবং মধ্যে মধ্যে মাত্রাবৃত্তিতেও পদ্যরচনা করিয়াছেন, সেই কারণ তাঁহার কৃত অনুবাদ বিশেষ রুচিকর বলিয়া প্রতীতি হয়। রসময় দাসের রচনা কতকটা নীরস বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু গিরিধরের রচনা যথার্থ রসময়ী। অনুবাদে যতদূর সম্ভবে, গিরিধর জয়দেবের কাব্যের রস এবং মৌলিক ভাব বজায় রাখিয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা গিরিধরকৃত অনুবাদ জনসমাজে প্রচার করিতে সাহসী হইলাম। সহৃদয় পাঠকবর্গ কর্ত্তৃক উহা সাদরে গৃহীত হইলে আমরা কৃতার্থ হইব।

আমরা উপরে রসময় দাসের সম্বন্ধে যে দুই চারিটী কথা বলিলাম, তাহাতে যেন কেহ বিপরীত ভাবেন না। রসময় দাসের নিন্দা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, গিরিধরের অনুবাদ সরস এইটী প্রমাণ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। আমরা জয়দেবের গীতগোবিন্দ ভক্তি সহকারে পাঠ করিয়া থাকি, কিন্তু তথাপি কালিদাসাদির সহিত তুলনা করিয়া জয়দেবকে নিম্ন আসন প্রদান করি। সেই প্রকার গিরিধরের সহিত তুলনায় রসময় দাস নিম্নশ্রেণীর কবি। উভয়েরই কৃত অনুবাদ আমাদিগের গৃহে বর্ত্তমান আছে, এবং প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজার দিবসে উভয়ই অর্চ্চিত হয়।

আর দুই একটী কথা। গিরিধরকৃত গীতগোবিন্দের এই সরস অনুবাদ গ্রন্থখানি হস্তলিপি হইতে উদ্ধার করিতে বহুল কষ্ট স্বীকার করিয়াছি। মধ্যে মধ্যে এক আধটী চরণ স্খলিত

দৃষ্ট হয়, আমরা সেই স্খলিত অংশ মূল গীতগোবিন্দ পাঠ করিয়া যথাসাধ্য পূর্ণ করিয়া দিয়াছি। হস্তলিপিতে সময়ে সময়ে এরূপ অশুদ্ধ পাঠ বর্ত্তমান থাকে যে তাহা শুদ্ধ করিতে গিয়া মস্তক বিঘূর্ণিত হয়, আমরা যথাসাধ্য সেই সকল অশুদ্ধি শোধন করিয়াছি। গিরিধর গীতগোবিন্দের প্রতি সর্গ সমাপ্তিকালে যে যে আশীর্ব্বাদসূচক শ্লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরা সেই সকল পরিত্যক্ত শ্লোকের ভাবার্থ মাত্র গদ্যে টীকাস্থলে লিখিয়া দিয়াছি। অনেক দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের ও পদের অর্থ, টীকা বা টিপ্পনীর আকারে প্রতি পত্রে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছি; এবং পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থে আর্ণল্ডসাহেব কৃত গীতগোবিন্দের ইংরাজী অনুবাদ হইতে এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া বিশদরূপে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি। যদি ভ্রম বা প্রমাদবশতঃ আমরা টীকাতে বা টিপ্পনীতে কোন অসংলগ্ন কথা বলিয়া থাকি, তবে সহৃদয় পাঠক অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে জানাইবেন, এই আমাদিগের প্রার্থনা।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল বসাক মহোদয় অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার স্বহস্ত সঙ্কলিত গীতগোবিন্দের টীকা ও টিপ্পনী দেখিতে দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম। ইতি—

শকাব্দা ১৮১০।
৫ই কার্ত্তিক।

শ্রীশ্যামলাল বসাক।
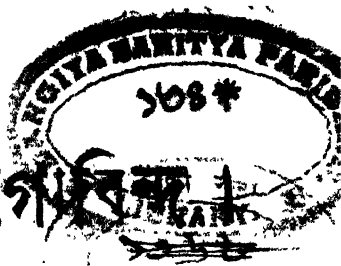
গীতগোবিন্দ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ জয়তঃ।

মঙ্গলাচরণ।

সংসারার্ণবতারণৈক তরণীং প্রেমপ্রসূনদ্রুমং
সংসেব্যং হরিনামপূতনিখিলং ভক্তপ্রিয়ং ভক্তিদং।
শ্রীমদ্রূপসনাতনপ্রিয়তমং কোটীন্দুনিন্দাননং
নিত্যানন্দসমন্বিতং নরবরং তং নৌমি বিশ্বম্ভরং(১) ॥

প্রথমে বন্দিব গৌরচন্দ্র অবতার।
যাঁর সম দয়ালু ভুবনে নাহি আর ॥
ভক্তিভাবে প্রণাম করি যে অনুক্ষণ।
ভক্তি-মুক্তিদাতা রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
তবে প্রণমি যে জয়দেব কবিবর।
রাধিকা মাধব যার নয়ন গোচর ॥

---

(১) "যিনি সংসারসাগর তরণের একমাত্র তরণী এবং প্রেমরূপ পুষ্পের বৃক্ষ; যিনি সাধুব্যক্তিদিগের সেব্য; যিনি হরিনাম দিয়া জগৎকে পবিত্র করিয়াছেন, যিনি ভক্তগণের প্রিয় এবং ভক্তিদাতা, যিনি শ্রীমৎ রূপসনাতনের প্রিয়তম; যাঁহার আস্য কোটী চন্দ্রকে নিন্দা করে, এবং যিনি নিত্যানন্দের সহিত সমন্বিত, সেই নরবর বিশ্বম্ভরকে (মহাপ্রভু চৈতন্য দেবকে) নমস্কার করি।" এই শ্লোকটী অনুবাদকের নিজ কৃত।

যার কৃতকর্ম্মকাব্য শ্রীগীতগোবিন্দ।
যাতে প্রীত করে যত কৃষ্ণভক্তবৃন্দ॥
বড়ই বিষম সেই নিগূঢ় বর্ণনা।
লোক বুঝাইতে করি প্রাকৃত রচনা॥
রাধাকৃষ্ণ রাস লীলা নির্জ্জন গহনে।
সে সকল বর্ণনা করেন কৃষ্ণ মনে॥

গ্রন্থ সূচনা।

এক দিন কৃষ্ণচন্দ্র একান্ত বসিয়া।
কহেন মনের কথা দূতীকে ডাকিয়া॥
শুন দূতি মোর মতি রাধা প্রতি হয়।
রাধার বিচ্ছেদে মোর প্রাণ নাহি রয়॥
কামশরে জর জর আমার অন্তর।
রাধাকে মিলিয়া(১) প্রাণ রাখহ সত্বর॥
কেমনে আমার সনে হইবে মিলন।
তাহার উপায় দূতি কর নিরূপণ॥
এতেক কাতর বাক্য কৃষ্ণের শুনিয়া।
গমন করিল দূতী অতি হৃষ্ট হইয়া॥
রাধার নিকটে আসি বলে প্রিয় দূতী।
ত্যজ নিজ অভিমান ভজ ব্রজপতি॥
কৃষ্ণচন্দ্রে কেনে(২) দেহ এতেক যন্ত্রণা।
পূর্ণ কর শশিমুখি মনের বাসনা॥

---

(১) মিলাইয়া। (২) কেন।

ত্যজি নিজ গৃহবাস নিবসে গহনে।
ধরিল কেবল প্রাণ ত্বয়া(১) গুণ গানে॥
হেন অনুগত জনে অনুচিত ক্রোধ।
দয়া করি দূর কর মনের বিরোধ॥
এই হরি পূর্ব্ব রাত্রে তোমাকে ছাড়িয়া।
বিহার করিল অন্য নারীগণ লইয়া॥
সেই অপরাধে বড় ভয় পাইল মনে।
আসিতে না পারে ধনি ত্বয়া সন্নিধানে॥
সেই দোষ ক্ষেমহ চলহ বৃন্দাবনে।
কৃষ্ণ সনে রাস কর নিকুঞ্জ ভবনে॥
গৃহিণী বিহনে বন সম হয় ঘর।
তুমি সে গৃহস্থ কর হরিকে সত্বর॥
দেখ মেঘ আচ্ছাদিল সকল আকাশ।
তাথে হৈতে চন্দ্রমার না হয় প্রকাশ॥
বনভূমি তমালে করিল অন্ধকার(২)।
দেখিতে না পায় অন্য অন্যের আকার॥
অতএব মিলন করহ দুই জন।
কৃষ্ণের বিরহ তাপ করহ খণ্ডন॥
হেন আনন্দিত স্থান হৈতে রসাবেশে।
অতি হরষিতে দোঁহে বন যে প্রবেশে॥

---

(১) তোমার।
(২) আমাদিগের আদর্শ পুস্তিকাতে এইরূপ লিখিত আছে—"বৃক্ষ সব তমালে করিল অন্ধকার।" কিন্তু ইহা স্পষ্টতঃ লিপিপ্রমাদ।

কিবা সে বনের শোভা কহনে না যায়।
কুসুমিত বন সব ভ্রমে ভৃঙ্গ তায়॥
মন্দ মন্দ সুগন্ধি শীতল বাউ(১) বহে।
অতি সুখী পিকগণ কুহু কুহু কহে(২)॥
অত্যন্ত নির্জ্জন বন যমুনার কূলে।
জলচর বনচর ডাকে কুতূহলে॥
অতি পুলকিত চিত্ত হইয়া রাধাকানু।
পথে কুঞ্জদ্রুম দেখি দোঁহে(৩) হৃষ্ট তনু।
রহস্থলে কুতূহলে রাধিকার সনে।
নির্ভয়ে করেন ক্রীড়া কৃষ্ণ(৪) কুঞ্জবনে॥
রাধিকা কৃষ্ণের শোভা না যায় বর্ণন।
তড়িত জড়িত যেন নব ঘনে ঘন॥
রাধা মাধবের রতি কেলী নানা মত।
অতিশয় উতকণ্ঠা(৫) তনু অবিরত(৬)॥

---

(১) বায়ু।

(২) আমাদিগের আদর্শ পুস্তিকায় এইরূপ লিখিত আছে—"অতি সুখী সখীগণ কেহ কেহ কহে"। কিন্তু ইহাতে ভাল অর্থবোধ হয় না। পাঠকবর্গ বিচার করিয়া পাঠ গ্রাহ্য করিবেন এই আমাদিগের প্রার্থনা।

(৩) আমাদিগের আদর্শ পুস্তিকায় "সভে" শব্দ ব্যবহৃত আছে।

(৪) আমাদিগের আদর্শ পুস্তিকায় "সেই" শব্দ ব্যবহৃত আছে; কিন্তু তাহা হইলে কর্ত্তৃপদ খুজিয়া পাওয়া যায় না।

(৫) উৎকণ্ঠা।

(৬) "মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥"

এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ কি তাহা বলা দুঃসাধ্য; কেননা পণ্ডিতেরা

বাক্যের দেবতা কৃষ্ণ সংসারের সার।
তাঁর চিত্তচরিত্রে চিত্রিত চিত্ত[১] যার॥
পদ্মাবতী রাধিকার চরণ সেবিতে।
প্রধান সেবক জয়দেব কবি তাথে[২]॥

একমত নহেন, একওজনে একও প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে অন্যান্য ললনাগণের সহিত বিহার করিতে দেখিয়া পূর্ব্ব রাত্রিতে রাসস্থান ত্যাগ করিয়া মানভরে কোন এক নিভৃতনিকুঞ্জে অবস্থিতি করিতে-ছেন, এমত সময়ে তাঁহার সখী শ্রীকৃষ্ণকে তদীয় কুঞ্জগৃহে আনয়ন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। এই অর্থই সচরাচর গ্রাহ্য হইয়া থাকে। কিন্তু প্রবোধানন্দ গোস্বামী অন্য প্রকার অর্থ করেন যথা,—এক দিন গোপরাজ নন্দ নিজে গোদোহনার্থ সন্ধ্যার সময় গোষ্ঠে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অলক্ষিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দ কৃষ্ণকে দেখিয়া ভীত হই-লেন, এবং তৎক্ষণাৎ রাধিকাকে কহিলেন, রাধে! দেখ আকাশ মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন এবং তমাল বৃক্ষরাজিতে বনভূমি শ্যামবর্ণ হইয়াছে, এই বালক (শ্রীকৃষ্ণ) রাত্রিতে একক যাইতে ভীত হয়, অতএব তুমি ইহাকে গৃহে লইযা যাও। এই অর্থও যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। মহাত্মা সার উইলিয়ম জোন্স এই অর্থ গ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু আর্ণল্ড সাহেব গীতগোবিন্দের এই শ্লোকের যে গূঢ় অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

" The sky is clouded ; and the wood resembles
The sky, thick-arched with black Tamala boughs ;
O Radha, Radha ! take this Soul, that trembles
In life's deep midnight, to Thy golden house."
So Nanda spoke,—and, led by Radha's spirit
The feet of Krishna found the road aright ;
Wherefore in bliss which all high hearts inherit
Together taste they Love's divine delight.

---

(১) আমাদিগের আদর্শ পুস্তিকায় "বিচিত্তচিত্ত" পদ ব্যবহৃত আছে।

(২) পাদপূরণার্থে অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ মাত্র। এই রূপ অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার অনেক স্থলে দৃষ্ট হইবে। তাথে = তাহাতে।

সেই জয়দেব কবি করেন কবিতা।
রাধামাধবের রতি কেলী রাস কথা॥
শুন কৃষ্ণভক্তগণ আমার বচন।
যদি কৃষ্ণ স্মরণে সরস হয় মন॥
কৃষ্ণলীলা বিলাস কলাতে সুনিশ্চয়।
যদি তোমাদের চিত্তে কুতূহল হয়॥
তবে মন দেহ জয়দেব কবিতাতে।
মধুর কমনীয় কৃষ্ণ রস পদ যাথে॥
বৈষ্ণবের শ্রদ্ধা কৃষ্ণ নামেতে কেবল।
বিলাসীজনের কৃষ্ণ বিলাসেই ফল॥
এইখানে(১) যে যে আছে পণ্ডিতমণ্ডলী।
সে সভার দোষ গুণ একে একে বলি॥
উমাপতিধর সর্ব্ব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
বাক্যের বিস্তার করে তাথে সে নিন্দিত॥
গোবর্দ্ধন আচার্য্য তেঁহো কবিতে উত্তম।
বর্ণনে শৃঙ্গাররস নাহি তার সম॥
অসমর্থ অন্যরস বর্ণন করিতে।
এই হেতু বটে দোষ তার কবিতাতে॥
ধোয়ী নামে কবিরাজ শ্রুতিধর বড়।
শ্রবণ মাত্রেতে গ্রন্থগ্রন্থনে সে দঢ়(২)॥

---

(১) সমকালীন কবিদিগের দোষগুণ বর্ণনা করিয়া পাঠকবর্গকে গীত-গোবিন্দ পাঠে উত্তেজিত করিতেছেন।

(২) দৃঢ়।

শুনিতে বুঝয়ে সভে উৎকর্ষা এই মর।
অনুক্ত ইঙ্গিতে বুঝে সেই সুখী হয়॥
শরণের(১) শ্লাঘা দ্রুত সমস্যা পুরিতে।
অসমর্থ অন্য রস বর্ণন করিতে॥
বাক্যের সন্দর্ভ শুদ্ধি গ্রন্থনা বিশেষ।
জানেন কেবল জয়দেব(২) সবিশেষ॥
সংপ্রতি কৃষ্ণের স্তুতি অবতার দশে।
গীত ছন্দে প্রবন্ধ করয়ে ভক্তি রসে॥

গীত।

রাগ মালবগৌড়—তাল রূপক।

প্রলয় সাগর তরিতে করি চারি বেদ উদ্ধারি।
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত মীনরূপ ধরি॥ ১॥
অতি বড় পৃষ্ঠে ধরিয়া ক্ষিতি
তাহে ব্রণচিহ্ন চক্রাকৃতি।
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত কচ্ছপরূপ ধরি॥ ২॥
তব দন্ত অগ্রে ধরণী রয়
যেন চন্দ্রে লীন কলঙ্ক হয়।
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত শূকর রূপ ধরি॥ ৩॥
হিরণ্য কশিপু ধরিয়া করে
দলিলে ভৃঙ্গের মত নখরে।

---

(১) শরণ নামা কবির।

(২) বাস্তবিকই যে সকল কবিদিগের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা কাব্যসংসারে কেহই পরিচিত নহেন। কেবল মাত্র জয়দেব অমর হইয়াছেন।

জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত নরহরি রূপ ধরি॥ ৪॥

বলিকে ছলিলে ত্রিপদ রূপে
পা হয়্যা গঙ্গা বিনাশে পাপে।
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত বামনরূপ ধরি॥ ৫॥

ক্ষত্রিয় রক্তে করিলে হ্রদ
স্নানে খণ্ডে পাপ বিপদ।
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত ভৃগুপতি রূপ ধরি॥ ৬॥

রাবণের মুণ্ড কাটিয়া রণে
তুষ্ট কৈলে দিয়া দিক্‌পতি গণে(১)।
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত রঘুপতিরূপ ধরি॥ ৭॥

শোভে শুক্লবর্ণ বসন নীলে
হলাঘাত ভয়ে যমুনা মিলে(২)।
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত হলধর রূপ ধরি॥ ৮॥

যজ্ঞ হৈতে নিন্দা করিলে বেদে
দয়া কৈলে দেখি পশুর বধে।
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত বুদ্ধরূপ ধরি॥ ৯॥

ম্লেচ্ছ বিনাশিতে ধরিলে অসি
যেন ধূমকেতু ভয়ের রাশি।
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত কল্কিরূপ ধরি॥ ১০॥

---

(১) রাবণ দশমৌলি, দিক্‌পতিও দশটী। রাবণের এক একটী মুণ্ড এক একটী দিক্‌পতিকে উপহার দিয়া তুষ্ট করিলে।

(২) বলরাম হল (লাঙ্গল) প্রহারে শত্রু দমন করিতেন, কৃষ্ণসলিলা যমুনা যেন সেই হলাঘাত ভয়ে ভীত হইয়া নীল বসন রূপে হলধরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; বলরামের পরিধেয় নীলবস্ত্র।

শুন শুন জয়দেবের এই গীত।
সুখশুভদাতা করে সংসারের হিত॥
জয় জগদীশ হরি অদ্ভুত দশবিধ রূপ ধরি॥
বেদ উদ্ধারিল তাহে রহিল সংসার।
পৃষ্ঠে শোভে ক্ষিতি চিহ্ন ব্রণের আকার॥
অদ্ভুত বরাহদন্ত দেখিতে বিস্তার।
উদ্ধারিল নখে করি দৈত্যেরে বিদার॥
বলিদৈত্য ছলিল ক্ষত্রিরে কৈল ক্ষয়।
রাবণের বধ হলধর কৃপাময়॥
ম্লেচ্ছ বধ এই দশ ধরিল আকৃতি।
সেই কৃষ্ণচন্দ্রে আমি করি যে প্রণতি॥
গ্রন্থের আরম্ভে বিঘ্ন বিনাশ কারণ।
পুনরপি কৃষ্ণচন্দ্রে করেন স্তবন॥
প্রথমেতে মধুর মঙ্গল গীত ছন্দে।
মঙ্গল গুর্জরীরাগ করিল স্বানন্দে॥

গীত।

রাগিণী গুর্জরী—তাল নিঃসার।

জয় জয় দেব হরে।

লক্ষ্মী কুচদ্বয় করেছ আশ্রয় শ্রুতিতে কুণ্ডল বনমাল উরে॥
স্থিতি রবি মাঝে লোক মুক্তি কাজে হংস মুনিমানস সরোবরে।
কালিয়গঞ্জন ভুবনরঞ্জন সূর্য্য যদুকুল পুষ্করে(১)॥

---

(১) তুমি যদুকুল রূপ পুষ্করের অর্থাৎ পদ্মবনের সূর্য্য।

গরুড় বাহনে মারি দৈত্যগণে বাড়াইলে হর্ষ সুরপুরে।
পদ্মজিনি চক্ষু তুমি ভবমোক্ষু থাক নিত্য ত্রিভুবন ঘরে(১) ॥
জলদবরণ ধরিলে গোবর্দ্ধন(২) চকোর শ্রীমুখ শশধরে(৩)।
সীতার দূষণ করিলে ভূষণ সমরে বধিয়া দশশিরে ॥
তব পাদপদ্মে প্রণমি সানন্দে সুখী করো মিত্রনরে।
জয়দেব কৃত মঙ্গলগীত ভাষাতে রচিলা গিরিধরে(৪) ॥

করিতে শৃঙ্গাররস বর্ণন সংপ্রতি।
শৃঙ্গার চিহ্নিত কৃষ্ণবক্ষে(৫) করে স্তুতি ॥
কমলার দিব্য পয়োধরযুগ মাঝে।
অত্যন্ত সুন্দর গন্ধ কুঙ্কুম বিরাজে ॥
তার দৃঢ় আলিঙ্গনে কৃষ্ণ বক্ষোদেশে।
লাগিল কুঙ্কুমচিহ্ন মুদ্রার সদৃশে ॥
কামকেলী হইতে শ্রমে ঘর্ম্মজলে আক্ত।
অন্তরি(৬) লক্ষ্মীর প্রেম কিবা হইল ব্যক্ত ॥
এমন কৃষ্ণের অতি অপূর্ব্ব হৃদয়।
নিরন্তর সভার(৭) সে করুন বিজয় ॥

---

(১) "ত্রিভুবনভবননিধান"। ত্রিভুবনের ভবন অর্থাৎ উৎপত্তি তাহার নিধান, এই রূপ অর্থ ভাল বলিয়া বোধ হয়।

(২) জয়দেব "ধৃতমন্দর" পদ ব্যবহার করিয়াছেন।

(৩) শ্রী=লক্ষ্মী। অর্থাৎ তুমি লক্ষ্মীর মুখশশধরের চকোর।

(৪) এই স্থলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে গিরিধর নামে জনৈক বৈষ্ণব কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ ভাষাতে রচনা বা অনুবাদ করিয়াছেন।

(৫) কৃষ্ণের বক্ষের প্রতি।

(৬) অন্তরস্থিত, হৃদয়স্থিত।

(৭) সকলের।

গ্রন্থারম্ভ।

প্রথম সর্গ।

বিরহিনী রাধিকার বিরহ বর্ণন।
সম্প্রতি হইল ইচ্ছা করিতে রচন ॥
বসন্তের শোভা দেখে বুলেন[১] রাধিকা।
মাধবী ফুলেতে হইতে কোমল অধিকা ॥
কামশরে অতিশয় হইয়া চিন্তাকুল।
কৃষ্ণের বিরহ দুঃখ হইতে ব্যাকুল ॥
কৃষ্ণের মিলন হেতু স্মরণ করি ব্রীড়া।
মনের বাসনা কৃষ্ণ সঙ্গে রাস ক্রীড়া ॥
একচিত্ত হয়্যা লয়্যা যায় সখী সনে।
কৃষ্ণকে খুজিয়া ফিরে অতি দুর্গম বনে ॥
রাধাকে কহেন হেন কালে সহচরি।
সরস বচন কৃষ্ণ বচন মাধুরী ॥
বসন্ত বর্ণন করি বসন্তের রাগে[২]।
ভাণ করে[৩] নিবেদন করে বনভাগে ॥

---

(১) ভ্রমণ করেন।
(২) বসন্তরাগ আলাপ করিয়া বসন্তবর্ণন ইতি।
(৩) অর্থাৎ বসন্ত বর্ণনচ্ছলে। আমাদিগের আদর্শ পুস্তিকায় "মান" শব্দ ব্যবহৃত আছে।

গীত।

রাগ বসন্ত—তাল যতি।

এমতে বসন্তে হরি করয়ে বিহার।

এ সখি সুন্দরী যুবতী জনে[১] হরি নাচত কত প্রকার॥ ধ্রু॥

পবনে লবঙ্গলতা মৃদু বিচলিত শীতল গন্ধ বহায়।

কুহু কুহু করি কোকিলকল কূজিত কুঞ্জে ভ্রমরীগণ গায়॥

বকুল ফুলে মধু পিয়ে মধুকরগণ তাহে লম্বিত তরু ডাল।

পতি দূরে যার তার প্রতি মনোরথ মন মথনে হয় কাল॥

মৃগমদ-গন্ধে তমাল পল্লব ব্যাপিত হইল সুবাস।

যুবজন হৃদয় বিদারিতে কামের নখ কিবা হইল পলাশ[২]॥

মদন নৃপের ছত্র হেম নির্ম্মিত কি যে নাগেশ্বর ফুল।

শিলীমুখ সদৃশ বাণ নিরমাওল পাটলী ফুল অতুল॥

দেখি বিলক্ষণ জগত ফুলছল তরুণ করুণ[৩] কি যে হাসে।

কেতকী কর সদৃশ করি নিরমিল বিরহী বিদারণ আশে॥

---

(১) যুবতীজনের সহিত।

(২) মূল সংস্কৃত এইরূপ—"যুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজনখরুচিকিংশুক-জালে"। জয়দেবের এই ভাব সুন্দর বটে, কিন্তু কালিদাসের লেখা অপেক্ষা অনেক অংশে নীরস। কুমারসম্ভবকাব্যের তৃতীয়সর্গের ঊনত্রিংশৎ শ্লোক যথা,

"বালেন্দুবক্রান্যবিকাশ ভাবা
বভুঃ পলাশান্যতিলোহিতানি।
সদ্যো বসন্তেন সমাগতানাং
নখক্ষতানীব বনস্থলীনাম্॥"

এই শ্লোক কেমন সরস! পাঠ করিলেই মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। পাঠকবর্গ কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গে বসন্ত বর্ণন পাঠ করিয়া দেখিবেন, যে কালিদাসের লেখাতে যে রূপ গাঢ়ভাব পাওয়া যায়, জয়দেবের লেখাতে তাদৃশ গাঢ় ভাব নাই। কিন্তু তথাপি জয়দেব আমাদিগের বঙ্গভূমির গৌরব।

(৩) করুণ নামে পুষ্প বিশেষ।

মাধবী পুষ্পের গন্ধে হরে মন নবমল্লী ফুল বাসে।
মুনিজন মনমোহে তরুণীজন কি করব পতিযুত তরুণী বিনাশে॥
বিকসিত মাধবী তরু আলিঙ্গনে পুলকে কি মুকুলিত আম।
অতি পরিসর যমুনাজলে সেচিত বৃন্দাবন অনুপাম(১)॥
শ্রীজয়দেব রচিত এই অদ্ভুত বিরচিত গিরিধরের বিহার।
সেই অনুপাম বৃন্দাবন লীলা মঙ্গল করুন বিথার(২)॥

শীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে পবন।
তাহাতে বেষ্টিত কৈল এ সকল বন॥
ঈষৎ দলিত বায়ে পরাগ সঙ্কুল(৩)।
কিছু কিছু বিকসিত মল্লিকার ফুল॥
তাহাতে মিশ্রিত গন্ধে বায়ু অতি শীত।
সেই গন্ধে বন সব করেছে আমোদিত॥
দাহয়ে বিরহী মন শেষ হইল আউ(৪)।
কেতকীর(৫) গন্ধে মন্দ মন্দ বহে বাউ॥
কিবা কাম নরপতি দিয়া পঞ্চবাণ।
পাঠাইলা সেনাপতি প্রাণের সমান(৬)॥
তাহাতে বড়ই সুখ মনের উচ্ছাহ(৭)।
বিরহির প্রতি দুঃখ অন্তরের দাহ॥

---

(১) অনুপম।　　　　(২) বিস্তার।

(৩) এই চরণটী আমরা নিজে প্রস্তুত করিয়া বসাইয়া দিয়াছি। আমাদিগের আদর্শ পুস্তিকায় এই স্থলে একটী চরণস্খলন দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) আয়ুঃ।

(৫) এখানে স্বর্ণ কেতকী বুঝিতে হইবে।

(৬) কাম নরপতি কি পঞ্চবাণ দিয়া প্রাণের সমান সেনাপতি বায়ুকে পাঠাইলেন?　　　　(৭) উৎসাহ।

আর সে বসন্তে পুষ্পগণের প্রকাশ।
গান করে অলিগণ হইয়া উল্লাস॥
প্রকাশিত মধুগন্ধে লোভে ভৃঙ্গীগণ।
ভ্রমিলে নাড়য়ে আম্রমুকুলা সমান॥
তাথে থেকে ক্রীড়াযুত কোকিল সকল।
করয়ে মধুর ধ্বনি অতি কোলাহল॥
সেই শব্দে উত্তপন্ন(১) হইয়াছে যে রোগ।
দুঃখিত পথিক জন করয়ে বিয়োগ॥
ধ্যান করি পরবাসী ভাবে এক মনে।
প্রাণের সমান প্রিয়া পাব কত দিনে॥
বিরহে ব্যাকুল সেই স্মরি নিজ নারী।
মদনে বেদন দুঃখ মনে ভাবে তারি॥
প্রিয়া আগমন প্রেমে হয়্যা উলসিত।
এই দিন কোন মতে গোঙাইব নীত॥
সরস বসন্তে সুশীতল বাউ বয়।
তাহাতে লোকের সব দাহ ব্যাম হয়॥
দক্ষিণ পবন সে উত্তর দিকে বয়।
তা দেখিয়া মনেতে করেন অভিনয়॥
চন্দনের কোটরে থাকয়ে নিত্য সাপ।
তার বিষ জ্বালায় বড় পাইয়া সন্তাপ॥
সেই তাপে কিবা মলয় ছাড়িয়া পবন।
স্নান হেতু হিমালয়ে করিল গমন॥

---

(১) উৎপন্ন।

লোকে বলে সেই বটে দুঃসহ আমার ।
আর বলি দুঃখদাতা বিরহী জনার ॥
শীতল রসাল ডালে মুকুল দেখিয়া ।
তাহাতে কোকিলগণ হর্ষিত হইয়া ॥
কুহু কুহু এই শব্দ করে নিরন্তর ।
বিরহী জনার শুনি হয় কামজ্বর ॥
শুন সখি এই বটে দুরন্ত বসন্ত ।
বিরহী জনার প্রতি প্রাণ করে অন্ত ॥
অবিদগ্ধা নারী সনে ক্রীড়া করে হরি ।
মিথ্যা করি(১) কভু মানে রাধিকা সুন্দরী ॥
প্রত্যক্ষে দেখাব এই মনে করে দূতী ।
নিকটে আসিয়া এই কহে রাধা প্রতি ॥
দূতী কহে শুন শুন রাধিকা সুন্দরি ।
হের দেখ মাধবের বিলাস মাধুরী ॥
অনেক নারীতে হরি হাস্যমুখী হইয়া ।
আলিঙ্গন করে কত প্রেম বাড়াইয়া ।
মিথ্যা কি কহিতে পারি দূতিকা হইয়া ॥

গীত ।

রাগিণী রামগিরি—তাল যতি ।

শুন বিলাসিনি রাধে ।
শ্যামেরে দেখিল(২) যাইয়া ।
বসন্ত সময়ে বিলাস করয়ে মুগ্ধ বধূগণ লইয়া ॥ ধ্রু ॥

---

(১) "যদি" শব্দ এইখানে উহ্য আছে । (২) দেখিলাম ।

পীতবাস পরি বনমালাধারী চন্দন সে কাল অঙ্গে।
কেলিতে চঞ্চল গণ্ডের কুণ্ডল হাস্য রতি রসরঙ্গে॥
পীন কুচভরে আলিঙ্গন করে কৃষ্ণ গান শুনে আগে।
পাছু গোপনারী নানা তান ধরি গাওত পঞ্চম রাগে॥
কৃষ্ণমুখ চাইয়া কটাক্ষ করিয়া করয়ে মদন বৃদ্ধি।
কোন মুগ্ধ বধূ কৃষ্ণ মুখ মধু পান করে নিরবধি॥
মেলিয়া কপোলে কহিবার ছলে কর্ণমূলে মুখ দিয়া।
নিতম্বিনী কোন করিয়া চুম্বন পুলকিত কৈল গিয়া॥
কেলি কুতূহলে যমুনার কুলে দিব্য কুঞ্জ বেত্রবনে।
প্রেমে পরিহাস করি পীতবাস নিজ করে ধরি টানে॥
করের কঙ্কণ করে রণ রণ করতালি দিতে দিতে।
রাস রসরঙ্গে নাচে গোপী সঙ্গে প্রশংসয়ে গোপীনাথে॥
কাহুকে চুম্বন কাহুকে আলিঙ্গন করে কার সঙ্গে রতি।
হাস্যমুখী পানে হসিত বদনে চাইয়া যায় অন্য প্রতি॥
কহে জয়দেব কি আর বলিব যদি যাহ তাঁর ঠাঞি।
সে যে সে যুবতী কহে তয়া প্রতি গিরিধরের দোষ নাঞি॥

দেখ কৃষ্ণরূপ কিবা মদনমোহন।
সংসারের যত লোক করয়ে রঞ্জন॥
নীলোৎপল শতদল জিনিয়া শ্যামল।
মধুর মূরতি অতি নাম সুকোমল॥
হেন রূপ দেখি সুখী হয় সব লোক।
বাড়াইল অনঙ্গের উৎসাহ অধিক॥
কভু কৃষ্ণ কভু গোপী ক্রীড়ে নানা রঙ্গে।
মদনে বিহ্বল অতি আনন্দিত অঙ্গে॥

বসন্ত সময়ে অবিদগ্ধ মুগ্ধ হরি।
বিহরে হরিষ রসে মুগ্ধ চিত্ত করি॥
ওগো সখি হেন লখি(১) অদ্ভুত বিহার।
মূর্ত্তিমান হইল কিবা আপনে শৃঙ্গার॥
সুন্দর সুমূঢ় দুই মুগ্ধ শব্দে বলে।
অবিদগ্ধা সনে ক্রীড়া মূঢ় কহে ছলে(২)॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে প্রাকৃতভাষায়াং সামোদ-
দামোদরো নাম প্রথমঃ সর্গঃ(৩)।

---

(১) লক্ষ্য করি, দেখি।

(২) জয়দেব অনেক গোপীর সহিত লীলা বর্ণন করিয়া শ্রীরাধিকার সহিত লীলাবর্ণনে লুব্ধচিত্ত হইয়া সর্গসমাপ্তি কালে আশীর্ব্বাদাত্মক পদ্য লিখিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষায় কবিগিরিধর সেই শ্লোকটী পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা সেই পরিত্যক্ত শ্লোকের ভাবার্থ মাত্র নিম্নে প্রকটন করিলাম।

"রাসোল্লাসে বিভ্রমধারিণী গোপকন্যাগণের নিকটেই প্রেমান্ধ রাধা বক্ষঃস্থল আলিঙ্গন করিয়া 'তোমার বদন সুধাময়' এই গীতস্তুতি ছলে যাঁহার বদন নানা প্রকারে চুম্বন করিতেছেন, এবং যিনি হাস্য প্রযুক্ত মনোহারী হইয়াছেন, সেই হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।"

(৩) "সামোদদামোদরো"। এই পদটী সর্গের বিশেষণ। আনন্দযুক্ত দামোদর যাহাতে (যে সর্গে)।

"The sports of Krishna" according to Mr. Arnold.

দ্বিতীয় সর্গ।

যে যে নারীসনে কৃষ্ণের কভু নাহি প্রীত(১)।
তাহাতে বিহার দেখে রাধা সংবিস্মিত ॥
আপনার উৎকর্ষতা নাত্রিঃ হরি স্থানে।
থাকিতে উচিত নহে আর এই খানে ॥
আমারে ছাড়িয়া রতি করে অন্যসনে।
এই ভেবে ক্রোধাবেশে যায় অন্যস্থানে[২] ॥
তাহাতে ভ্রমরপুঞ্জ নিরন্তর গুঞ্জে।
সেই খানে মাধবীলতার দিব্য কুঞ্জে।
তাথে হয়্যা লীন[৩] অতি দীন[৪] সেই রাই।
রহস্থলে কহে কিছু সখি মুখ চাই ॥
অভিলাষ চিন্তা গুণ কীর্ত্তন স্মরণ।
উদ্বেগ প্রলাপ ব্যাধি মরণ লক্ষণ ॥
জড়তা উম্মাদ এই দশদশা হয়।
বিরহে দশমাবস্থা কহিল নিশ্চয়॥
হেন দশ অবস্থাতে ব্যাকুল হইয়া।
কৃষ্ণগুণ গান করে সখি সম্বোধিয়া ॥

---

(১). প্রীতি, পীরিত ইতি চলিত ভাষা।
(২) রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সর্ব্বত্র সমান অনুভব করিয়া মানিনী হইলেন।
(৩) লীনা, মগ্না; (৪) দীনা।

গীত।

রাগিণী গুর্জ্জরী—তাল যতি।

সই গো সেই হরি সদা পড়ে মনে।
পরিহাস রাস যেই করে মোর সনে॥ ধ্রু॥
অধরে ধরিয়া বাঁশী করে মধুর গান।
চঞ্চল কুণ্ডল কর্ণ ভূষণ নয়ান[১]॥
মউর চন্দ্রিকা[২] শোভে চাঁচর চিকুরে।
যেন ইন্দ্রধনু চিহ্ন মেঘের উপরে॥
সহস্র সুন্দরী আলিঙ্গয়ে প্রেমরসে।
কর পদ বক্ষ ভূষায় অন্ধকার নাশে॥
মোহিত করয়ে গোপী করিয়া চুম্বন।
অধর বান্ধুলি সম হসিত বদন॥
মেঘে ইন্দু জনু[৩] শোভে ললাটে চন্দন।
নির্দ্দয়ে করয়ে পীন স্তনের মর্দ্দন॥
গণ্ডে শোভে মণিময় মকর কুণ্ডল।
পরি পীতবাস রাস কৈল স্ত্রী সকল॥
কদম্ব তলাতে বাস কলিভয় হরে[৪]।
অনঙ্গ তরঙ্গ মনে ক্রীড়য়ে কি মোরে॥

---

(১) নয়ন। অনেকের মুখে "নয়ান" শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

(২) ময়ূরপুচ্ছ।

(৩) মেঘাবলিতে যেরূপ চন্দ্র শোভা পায়, শ্রীকৃষ্ণের ললাটে চন্দনবিন্দু সেই রূপ শোভা পাইতেছে। জনু=যেন।

(৪) "কলিকলুষ ভয়ং শময়ন্তু" এই গভীর ভাব মনে ধারণ করিয়া পাঠকবর্গ গীতগোবিন্দ পাঠ করিবেন।

জয়দেব কহে রাধে ইথে নহে আন।
মোহন মূরতি গিরিধরের তুমি প্রাণ॥
যদি হরি অপমান করিল আমার।
আমারে ছাড়িয়া অন্যে করয়ে বিহার॥
তথাপি দারুণ মন তাঁর প্রতি ধায়।
নিরন্তর কৃষ্ণের সকল গুণ গায়॥
শুন দূতি কেমন কেমন হয়ে মোর মন।
কভু কৃষ্ণ গুণগ্রাম করি যে গণন॥
ভ্রমে কেহ কৃষ্ণের প্রতি নাহি করে রোষ।
পরিতুষ্ট হয়্যা দূর করে কৃষ্ণ দোষ॥
আমারে ছাড়িয়া এই বনে বনমালী।
অন্য যুবতীর সনে করে নানা কেলী॥
পুন প্রতিকূল মোর মন ইহা দেখি।
কি করিব কিবা হবে কহ প্রাণ সখি॥
পুনর্ব্বার উৎকণ্ঠিতা হইয়া সেই রাধা।
সখীকে কহেন কিছু মনের পাইয়া বাধা॥

গীত।

রাগ মালবগৌড়—তাল একতালা।

সখি গো সেই কেশিসূদনের সনে।
করাহ আমাতে রতি দহে মন রতিপতি
সে হরি পীড়িত মদনে॥ ধ্রু॥
নিভৃত নিকুঞ্জ-ঘরে থাকি নিতি লোকোত্তরে
হরি রহি গুপ্ত নিবাসে।

চতুর্দ্দিকে চাহিয়া চাহিয়া থাকি চমকিত হইয়া
রতিরঙ্গ মনে করি হাসে॥
প্রথমে লজ্জিত আমি দেখে হবে হরি কামী
কহিব সে ললিত বচন।
হাসি রসে সুমধুর বচন শুনিয়া মোর
জঘনের খসাবে বসন॥
নবীন পল্লব লইয়া শয়ন করিব যাইয়া
সেহ শোবে মোর বক্ষঃস্থলে।
প্রেমে আলিঙ্গন করি চুম্বন করিতে হরি
মুখমধু পিব করি কোলে॥
আলশে অবশ সখি মেলিতে নারিব আঁখি
পুলকে মণ্ডিত গণ্ড তার।
মোর তনু রতিশ্রমে পরিপূর্ণ হবে ঘামে
কামমদে হরি মাতোয়ার॥
কোকিলের কলধ্বনি তেন মোর হবে বাণী
কামশাস্ত্র বিচারে সে জয়ী।
কুসুমে বেষ্টিত কেশে এলাইল কেলিরসে
নখে ক্ষত কৈল স্তন দুই॥
পায়ের নুপূর ঘন ঘন করে রণ রণ
পূরাইব সুরতজ কাম।
বিপরীত রতিরসে বাজন্ত কিঙ্কিণী খসে
কেশ ধরে চুম্বন দিব দান॥
রতি সুখ করিবারে আলশ হইব মোরে
আধ আধ মেলে হরি আঁখি।

আলশে অবশ দেহ শ্লথ হয়ে পড়ে সেহ (১)
কৃষ্ণকাম বাড়ে ইহা দেখি॥
শুন প্রাণপ্রিয় সই উৎকণ্ঠা হইয়া কই
কহ হয় কেমন প্রকার।
কবি জয়দেব কয় যেন হেন মত হয়
গিরিধর সহিত বিহার॥

আজি কৃষ্ণ বিলাস করয়ে এই বনে।
তাঁহারে দেখিয়া হর্ষ হৈল মোর মনে॥
শুন সখি মোরে দেখি হরি ভয় বাসে।
হাতে হৈতে বিলাস মুরলী তাঁর খসে॥
কুটিল বঙ্কিম ভুরুলতা শোভা পায়।
হেন নারীগণ ঊর্দ্ধ কটাক্ষেতে চায়॥
অতিশয় ঘর্ম্মেতে পূরিত গণ্ডদেশ।
ব্রজের সুন্দরীতে আবৃত হৃষীকেশ॥
আমাকে দেখিয়া পুন হইল লজ্জিত।
অল্প হাস্য সুধাতে সে মুখ লালভিত॥
যেন অতি স্পৃহণীয় বস্তুর দর্শনে।
আহ্লাদিত মুখ হইল চাইয়া আমা পানে॥
ত্রিলোকের নাথ মোরে করে লাজ ভয়।
এই হেতু তাঁরে দেখে আনন্দিত হৃদয়॥
বিরহে ব্যাকুল হইয়া রাধা পুনর্ব্বার।
সখী প্রতি নিজ দুঃখ করেন প্রচার॥

---

(১) অর্থাৎ দেহ।

কৃষ্ণেতে মিলন কোন রূপে হয় সখি।
মদনে দাহয়ে মন এই সব দেখি ॥
ঘন ঘন শত শত গোছাতে[১] পূর্ণিত।
নূতন অশোকবন অতি প্রফুল্লিত ॥
সেই বৃক্ষ অতি দুঃখে করয়ে আলোক।
মোর প্রতি শোকদাতা হইল অশোক ॥
সরোবর হইতে বাউ হইছে সঞ্চয়।
উপবনগন্ধ লয়্যা মন্দ মন্দ বয় ॥
হেন মত প্রাণ মোর প্রাণে দিছে[২] বেথা[৩]।
শুন সখি ধীণ[৪] দেখি সভে দুঃখদাতা ॥
আম্রতরু আগে চারু হইল মুকুল।
মধু খাইয়া গাইয়া গাইয়া বুলে[৫] ভৃঙ্গীকুল ॥
হেন রমণীয় বৃক্ষ করয়ে অহিত।
সুখ দাতা নহে কেহ মোরে কদাচিত ॥ [৬]

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে প্রাকৃত ভাষায়াং
অক্লেশকেশবো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ। [৭]

---

(১) গুচ্ছেতে।　　(২) দিতেছে।　　(৩) ব্যথা।
(৪) ক্ষীণ।　　(৫) বেড়ায়, ভ্রমণ করে।

(৬) সর্গসমাপ্তিকালে জয়দেব আশীর্ব্বাদসূচক একটী কবিতা লিখিয়াছেন, অনুবাদক সেইটীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে সেই পরিত্যক্ত শ্লোকের ভাবার্থ মাত্র প্রকটন করিলাম।

"যিনি নিত্য নূতন এবং যিনি পার্শ্বদেশ হইতে কটাক্ষ করিয়া গোপীদিগের পয়োধর অর্দ্ধমাত্র নিরীক্ষণ করিয়া তল্লাভে সাকাঙ্ক্ষ হইয়া চিরকাল ব্যাপিয়া চিন্তা করিতেছেন, সেই কেশব তোমাদিগের ক্লেশ হরণ করুন।"

(৭) "অক্লেশকেশব" অর্থাৎ ক্লেশ নাহি যাঁহার এমন কেশব যে সর্গে।
"The penitence of Krishna" according to Mr. Arnold.

তৃতীয় সর্গ।

করিতে করিতে ক্রীড়া যুবতী সংহতি।
রাধা মনে করে হইলা ব্যাকুল অতি(১) ॥
রাধার যতেক গুণ করিয়া স্মরণ।
অনুতাপ করি কৃষ্ণ বলেন বচন ॥
সংসার করিতে বন্ধ নিগড় সমান(২)।
এমন রাধিকারূপ গুণের নিধান ॥

---

(১) এই চরণটীতে যতিপাত হওয়াতে ইহা উচ্চারণ করিতে কর্কশ বোধ হইতেছে। যদি "বেয়াকুল" এই রূপ উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে কতকটা যতিরক্ষা হয়। কবি এই সর্গে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ বর্ণন করিতেছেন।

(২) রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সংসারবাসনা অর্থাৎ লীলাবাসনাবিষয়ে বদ্ধ-শৃঙ্খলা স্বরূপা। ইহার অর্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ব্যক্ত আছে, এবং শ্রীভাগবতের "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ" এই শ্লোকেও ব্যক্ত আছে। নিম্নে চৈতন্যচরিতামৃতের মত সংক্ষেপে সংকলিত হইল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ। তিনি সৎস্বরূপ, তিনি চিৎস্বরূপ, তিনি আনন্দস্বরূপ। এই শক্তিত্রয় একত্রিত হইয়া তাঁহার পূর্ণত্ব প্রকাশ করিতেছে। রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি, অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণকে আনন্দাস্বাদন করান। হ্লাদিনীশক্তির সার প্রেম, প্রেমের সার ভাব, ভাবের পরাকাষ্ঠার নাম মহাভাব। শ্রীরাধাঠাকুরাণী মহাভাবস্বরূপা। রাধা গোবিন্দানন্দদায়িনী, রাধা গোবিন্দমোহিনী, রাধা গোবিন্দসর্ব্বস্ব, রাধা সর্ব্বকান্তাশিরোমণি। রাধা কৃষ্ণময়ী, তাঁহার অন্তরে কৃষ্ণ, তাঁহার বাহিরে কৃষ্ণ, যেখানে যেখানে তাঁহার নেত্র নিপতিত হয়, সেইখানে সেইখানেই কৃষ্ণ স্ফূরিত হন। তিনি আরাধনাতে কৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ জগৎমোহন, রাধিকা সেই কৃষ্ণের মোহিনী, অতএব সকলের পরা রাধাঠাকুরাণী। রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান, অতএব রাধাও কৃষ্ণে ভেদ নাই। যেমন মৃগমদ ও মৃগমদের গন্ধ অবিচ্ছিন্ন, এবং অগ্নি ও অগ্ন্যুৎপন্ন জ্বালা অবিচ্ছিন্ন, সেই প্রকার রাধা-কৃষ্ণ দুইজনা একই স্বরূপ, কেবল মাত্র লীলারস আস্বাদন করিতে দুই রূপ ধারণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ রসের নিধান, রাধিকার প্রেমে উন্মত্ত, রাধিকা প্রেমের

সকল গোপীতে হৈতে রাধিকা রূপসী।
সুধাসম বাণী মুখ যেন পূর্ণ শশী॥

গুরু, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের শিষ্য, রাধিকা সর্ব্বদা কৃষ্ণকে প্রেমে নাচাইয়া থাকেন। ব্রজের গোপাঙ্গনারা কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধা, তাহাদিগের উদ্দেশ্য কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় প্রীতি পূর্ণ করা, স্বস্ব ইন্দ্রিয় প্রীতি পূর্ণ করা নহে। অতএব তাহাদিগের প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর, নিজ নিজ ইন্দ্রিয়াভিলাষপূর্ণকারী অন্ধ কাম নহে। তাহারা কৃষ্ণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে জানেন, তাহাদিগের মধ্যে রাধিকা উত্তমা, সেই রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের রসক্রীড়া হয়, গোপাঙ্গনারা রসের উপকরণ মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে রাসস্থলে রাধাকে দেখিতে না পাইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া রাধানুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যের সহিত যখন রায় রামানন্দের কৃষ্ণ বিষয়ক কথোপকথন হয়, তখন রায় জয়দেবের গীতগোবিন্দের তৃতীয় সর্গের প্রথম শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া যে যে কথা বলিয়াছিলেন, আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"রায় কহে তবে শুন প্রেমের মহিমা।
ত্রিজগতে রাধা প্রেমের নাহিক উপমা॥
গোপীগণের রাস নৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া।
রাধা চাহি বনে ফিরে বিলাপ করিয়া॥
* * * * * *
শত কোটী গোপী সঙ্গে রাস বিলাস।
তার মধ্যে এক মূর্ত্তে রহে রাধা পাশ॥
সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা॥
ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি।
তাঁরে না দেখিয়া ব্যাকুল হৈলা হরি॥
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা॥
তাহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিত্তে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে॥
ইতস্ততঃ ভ্রমিয়া কাহোঁ রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হঞা।
শত কোটী গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ।
তাহাতে অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ॥"

রাধিকাকে হৃদয়ে ধরিয়া সেই হরি॥
নিরন্তর তাঁর রূপ গুণ ধ্যান করি॥
ব্রজের সুন্দরীগণ করি তেয়াগন(১)।
রাধিকাকে খুজিয়া ফিরেন বনে বন॥
এমন করিল কৃষ্ণ যত বনভাগ।
ইতস্ততঃ খুজিয়া না পাইল রাধা লাগ(২)॥
কামশরে বিদ্ধ হইয়া অনুতাপ করি।
কালিন্দীর কুলে বিষাদিত হইলা হরি॥
আপনা পাসরে নররূপ অবতরি।
বিলাপ করয়ে হরি হরিস্মৃতি করি॥

এই স্থলে আমরা রসময় দাসের অনুবাদ উদ্ধৃত করিলাম।

"কংসারি রাধিকা ধরি হৃদয়মণ্ডলে॥
ছাড়িলা সকল গোপী মহারাস স্থলে॥
সংসার বাসনা তার বন্ধন শৃঙ্খলা॥
কেবল রাধিকা মাত্র হয়েন একেলা॥
রাসস্থলে কৃষ্ণ রাধায় না দেখি নয়নে।
শত কোটী গোপীরে ছাড়িল সেই ক্ষণে॥"

পাঠকবর্গের বিদিতার্থে আমরা আর্নল্ডসাহেবকৃত গীতগোবিন্দের ইংরাজী অনুবাদের ঐ অংশটী উদ্ধৃত করিলাম।

"Thereat,—as one who welcomes to her throne
A new-made Queen, aud brings before it bound
Her enemies,—so Krishna in his heart
Throned Radha, and—all treasonous follies chained—
He played no more with those first play-fellows."

---

(১) ত্যাগ।

(২) রাধার লাগ পাইল না, অনুসন্ধান করিয়া দেখা পাইল না। নাগাল ইতি চলিত ভাষা।

গীত।

রাগিণী গুর্জ্জরী—তাল যতি।

হরি হরি হতাদরে গেল সেই রাধা।

কোপে কিবা মনে পাইয়া বাধা॥ ধ্রু॥

অপরাধ ভয়ে আমি ফিরাতে নারিল(১)।

গোপীতে বেষ্টিত দেখি মোরে ছাড়ি গেল॥

কি করিবে সেই রাধা কি বলিব মোরে।

কিবা করে ধনে জনে কিবা সুখ ঘরে॥

ভাবি সেই মুখ যার কোপে বাঁকা ভুরু।

রক্ত পদ্ম'পরে যেন ভ্রমে ভৃঙ্গ চারু॥

রাধা মনে করে করি নিত্য রমণ।

বিলাপ করি যে মিথ্যা বনেতে ভ্রমণ॥

জানি রাধা অসূয়াতে ভিন্ন স্তয়ামতি।

কোথা গেলে জানি যদি করিতাও বিনতি॥

তুমি প্রিয়ে দেখে মোরে আশু এস যাও।

পূর্ব্ববত আলিঙ্গন কেনে নাহি দাও॥

অপরাধ ক্ষেম কভু না করিব হেন।

দেখা দিয়া প্রাণ রাখ পোড়ায় মদন॥

জয়দেব কহে গিরিধর তেজ দুঃখ।

কভু তোমা প্রতি রাধা না হবে বিমুখ(২)॥

---

(১) পারিলাম না।

(২) এই চরণটী আমরা নিজে পূরণ করিয়া দিলাম। আমাদিগের আদর্শ পুস্তিকায় একটী চরণ এইখানে স্খলিত আছে।

এই মত বিরহেতে ব্যাকুল হইয়া।
বিলাপ করেন কৃষ্ণ নিকুঞ্জে বসিয়া॥
মনে করে কামদেব হয়্যা মূর্ত্তিমান।
কোপ করি মনে কিবা বিন্ধে পঞ্চবাণ॥
বিরহজ্বালাতে সকল হইল বিস্মৃতি।
সবিনয়ে মৃদু কথা কহে কাম প্রতি॥

হর নেহি হরি হাম রমণী বিনু।
পিয়া বিরহে হাম খীন তনু॥
হৃদয় হি হার ন ভুজগপতি।
কণ্ঠ হি উতপল ন গরলদ্যুতি॥
ভসম নহে তনু চন্দনপঙ্ক।
কোপ করি ধাওসি কাহে অনঙ্গ॥
রমণী সহিত সোই শঙ্কর যোগী।
হাম্ একলি জন বিরহ বিয়োগী॥
ন পরহার(১) ফুলশর করি দাপ।
যদি শরধর বিনা ধরু ফুল চাপ॥
জগত বিজয়ী মনমথ কহে তোয়।
মুরছিত বধে পুন যশ নাহি হোয়॥
দৃগশরে(২) মন মোর হানল রাধা।
অবহুঁ(৩) নেহি উপশম ভেল(৪) আধা॥

রাধিকাকে স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার।
যাতে হৈতে দুঃখ তাঁর করেন বিচার॥

---

(১) প্রহার করিও না। (২) দৃষ্টিশরে।
(৩) এখন পর্য্যন্ত। (৪) হইল।

ভ্রূধনুতে বিদ্ধ করি কটাক্ষসায়ক।
মোহ হইতে পারে মর্ম্ম ব্যথার দায়ক॥
মারিতে উদ্যম করে কেশ বেশ তার।
কুটিল মলিন[১] দুই স্বভাব তাহার॥
শুনহ সুন্দরি সে মন্দর করে নীত[২]।
ভাল হয়্যা মন্দ করে এই অনুচিত॥
বিম্ব সম অধর সুরঙ্গ রঙ্গ তাথে।
দেখিয়া আমার মন হয় যে মোহিতে॥
আদ্যন্ত সুরঙ্গ স্তনমণ্ডল তোমার।
কেন মোর প্রাণ হরে অদ্ভুত বিচার॥
রাধিকাতে আছে মোর মনের সংযোগ।
একি দৃষ্ট কেনে হয় বিরহে বিয়োগ॥
রাধা অঙ্গস্পর্শসুখে অঙ্গের প্রকাশ।
অধরের মাধুরীতে জিহ্বার উল্লাস॥
সেই স্নিগ্ধচিহ্ন দেখে জুড়াইত দৃষ্টি।
সেই মুখপদ্মগন্ধে নাশা করে তুষ্টি॥
অমৃত সদৃশ বাক্য শুনে সখি কান।
পঞ্চেন্দ্রিয়ে অসংযোগ বিরহবিধান॥
যদি এই সকল বিষয়েতে রহিত।
তথাপি মানস মোর রাধিকাতে প্রীত॥
রাধিকাতে যদি মোর মনের মিলন।
বিরহ বেয়াধি তবে বাড়ে কি কারণ॥

---

(১) কুটিল ও শ্যামবর্ণ।
(২) তোমার কেশভার মন্দনীতি অনুসরণ করিতেছে।

এই ভুরুপল্লব ধনুক মূর্ত্তিমান।
কর্ণপালি গুণে(১) চড়াই সেই ধনুখান॥
তরল কটাক্ষ যত সেই করে বাণ।
এই রূপে কামবাণ করিল সন্ধান॥
যে অস্ত্রে জগত জয় করিল মদন।
সেই অস্ত্রধারীতে কি করিল অর্পণ॥
যখন জানিল যুদ্ধ যোগ্য কেহ নাঞি।
তখন সে অস্ত্র রাখে রাধিকার ঠাঞি॥
সেই কামবাণে রাধার বদনে সর্ব্বথা।
সেই বটে কামের জয় জঙ্গম দেবতা॥(২)

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে প্রাকৃতভাষায়াং মুগ্ধ-মধুসূদনো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ(৩)।

---

(১) কর্ণের নিকট যে কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ থাকে, সেই কেশগুচ্ছ গুণ (ছিলা) স্বরূপ হইয়াছে।

(২) সর্গ সমাপ্তি কালে জয়দেব যে আশীর্ব্বাদসূচক শ্লোকটী লিখিয়াছেন, অনুবাদক সেই শ্লোকটী পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে সেই পরিত্যক্ত শ্লোকের ভাবার্থ প্রকাশ করিলাম।

"যিনি বংশীধ্বনিতে লক্ষ ললনাকে ভুলাইয়া শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র গ্রীবা-দেশ বক্র করিয়া মুহুর্মুহুঃ কটাক্ষ দ্বারা দৃষ্টি করিতেছেন, সেই মধুসূদন তোমা-দিগের মঙ্গল বিধান করুন।"

(৩) মুগ্ধ হইয়াছেন মধুসূদন যাহাতে (যে সর্গে)।
"Krishna troubled" according to Mr. Edwin Arnold.

চতুর্থ সর্গ।

যমুনার তীরে কৃষ্ণ অস্থির হইয়া।
অতি মনোহর বেত্রকুঞ্জেতে বসিয়া ॥
আকুল হইয়া রাধিকার প্রেমভরে।
অত্যন্ত চঞ্চল চিত্ত ভাবেন রাধারে ॥
হেন কালে রাধিকার সখী(১) আইল তথা।
কৃষ্ণচন্দ্রে কহে রাধার বিরহের কথা ॥

গীত।

রাগ কর্ণাট—তাল একতালা।

হে মাধব বিরহে বেয়াকুল(২) রামা।
কামশরে কত হইয়া তাপিত শরণ লইল তোমা ॥ ধ্রু ॥
নিন্দয়ে চন্দন চান্দের কিরণ মনে বড় দুঃখ পায়।
ভুজগ মিলিত মলয়মারুত বিষসম দাহ তায় ॥
কামশর শত পড়ে অবিরত তাঁর হৃদে তুয়া বাস।
তোমা রাখিবারে হৃদি সে উপরে সজল পদ্মপলাশ ॥
বহুত বিলাস করি অভিলাষ শোকাকুল স্মরশরে।
তুয়া আলিঙ্গন সুখের কারণ তাহে শয্যাপাত করে ॥
বহিছে সজল নয়ান নির্ম্মল সে মুখ কমল পারা।
যেন চন্দ্র হৈতে রাহু দন্তাঘাতে গলিছে অমৃতধারা ॥

---

(১) ললিতা নামা সখী।
(২) ব্যাকুল।

মকর উপরি কাম মূর্ত্তিধারী তোমা লেখে মৃগমদা।
করে দিয়া শর মুকুল আম্রের প্রণাম করয়ে রাধা(১)॥
পদতলে তব পড়িল মাধব নিরন্তর এই কহে।
বিমুখে তোমার সেই হইতে মোর সুধানিধি তনু দাহে॥
মনে ধ্যান করি তোমা আগে ধরি বিলাপয়ে কভু হাসে।
বিষাদে হাসিয়া স্থানান্তরে যাইয়া মনস্তাপ সব নাশে॥
হয়্যা সবিনয় জয়দেব কয় গিরিধর কর হিত।
করি অভিসার পূরাহ রাধার অভিলাষ মনোনীত॥

শুন প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র কহি ওয়া আগে।
এতেক অবস্থা তাঁর বিরহ বিয়োগে॥
নিজ গৃহদ্বার তাঁর খেলাবার স্থান।
হইল রাধার প্রতি বনের সমান॥
বেষ্টিত আছেন প্রিয় সখিগণ যত।
তাঁর প্রতি হইল সব বেড়া জাল মত॥
অন্তরের তাপ আর নিঃশ্বাস পবন।
জলন্ত অনল সম করে আচরণ॥
তোমার বিরহে এত দুঃখ রাধিকার।
আপনাকে ভাবে সেই মৃগীর আকার॥
শার্দ্দূলের প্রায় বড় করিয়া তর্জ্জন।
যম সম আচরণ করিল মদন॥

(১) রাধিকা মকরবাহনোপরে কন্দর্প রূপী তোমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) মৃগমদে চিত্রিত করিয়া করে আম্রমুকুল শর দিয়া প্রণাম করিতেছেন। আমাকে ক্ষমা কর এই প্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিতেছেন ইতি ভাব।

এ দুঃখসাগরে আর নাহিক নিস্তার।
দয়াময় হয়্যা কেন না কর বিচার॥
নিঠুর হইয়া দূর কৈল(১) অনুরাগ।
মনে হইতে তমু(২) সে করিতে নারে ত্যাগ॥
যার সনে যার প্রেম কেমনে পাসরে।
নিঠুরতা তেজ না ছাড়িহ রাধিকারে॥

গীত।

রাগ দেশাগ—তাল একতালা।

এ হরি তুহারি(৩) বিরহিনী রাধা।
অতি অপরূপ তনু ভৈ গেল আধা(৪)॥ ধ্রু॥
কুচযুগ উপরে মোতিন হার(৫)।
সো অব মানত গুরুতর ভার॥
অঙ্গহি শীতল চন্দন যোহ।
বিষ সম মানত শঙ্কিত হোয়(৬)॥
তাপিত অন্তর উঠত নিশ্বাস।
সতত বহত জনু মদন হুতাশ(৭)॥
চৌদিকে খেপ উজলতর আঁখি।
খণ্ডিত নাল কমল সম পেখি(৮)॥

---

(১) করিলে। (২) তবু, তথাপি। (৩) তোমারই।

(৪) অতি অপরূপ তনু অর্দ্ধেক হইয়া গেল, শরীর ক্ষীণ হইল।

(৫) মুক্তার হার।

(৬) অঙ্গস্থিত শীতল চন্দনকে শঙ্কিতা হইয়া বিষ তুল্য জ্ঞান করিতেছেন।

(৭) তাপিত অন্তর হইতে নিঃশ্বাস উঠিতেছে, যেন (রাধিকা) সতত মদনদহন বহন করিতেছেন।

(৮) বিগলিতনাল কমলসম অশ্রুপূর্ণ নেত্র চারিদিকে নিক্ষেপ করিতেছেন।

করতল মাহ কপোল হি ছাঁজে।
বালক চান্দ উদয় জনু সাঁজে(১)॥
কিসলয় সেজ রচন ভেল জোই।
অনল সদৃশ নিরখত পুন সোই(২)॥
নিশি দিশি হরি হরি করত বয়ানে(৩)।
বিরহে মরণ জনু করয়ে বিধানে॥
শ্রীজয়দেব হৃদয় দুখ ভারি।
তাপিত জন দুখ হর গিরিধারী॥
পুনর্ব্বার কৃষ্ণে দূতী করে নিবেদন।
রাধার বিরহজ্বরে যতেক বেদন॥
কভু রোমহর্ষ কভু করয়ে শীৎকার(৪)।
কভু গ্লানি হইয়া কম্প হয় পুনর্ব্বার॥
কখন চিন্তিত হইয়া করয়ে বিলাপ।
কভু নেত্রকুটিলতা কভু মনস্তাপ॥
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া উঠিবারে চায়।
ভ্রান্তি হয় ক্ষণে ক্ষণে নিদ্রিত মূর্চ্ছায়॥
এমন অনঙ্গজ্বরে সেই নিতম্বিনী।
না বাঁচিব অল্পক্ষণ মনে অনুমানি॥
সদ্বৈদ্য সাদৃশ তুমি পরসন্ন(৫) হইলে।
কেনে না বাঁচিব সে শৃঙ্গাররস পাইলে॥

---

(১) "ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলং।
বালশশিনমিব সায়মলোলং॥"
(২) পত্রশয্যা রচনা (রাধার পক্ষে) অগ্নির সদৃশ প্রতীয়মান হইতেছে।
(৩) বদনে, মুখে। (৪) শীৎ ইতি অনুকরণ শব্দ করিতেছেন।
(৫) প্রসন্ন।

সকল গোপীর মধ্যে তাঁর সম নাঞি।
অতএব রসদানে রাখিবারে চাই॥
এক চিত্ত করি তোমা নিতে পাঠাইল।
রসাএর চিকিচ্ছক(১) সা যে তেয়াগিল॥
কামশরে রাধিকা অতুর বড় হয়।
বড়ই দারুণ ব্যাধি নিবারিত নয়॥
তোমা বিনে নহে এই কর অঙ্গীকার।
তুমিতো সদ্বৈদ্য সম কর উপকার॥
যে রূপে রাধার সব দুঃখ দূরে যায়।
তেমন প্রকার তুমি করহ উপায়॥
তুয়া অঙ্গসঙ্গরস অমৃত সম সাধ্য।
খুজিয়া আমাতে কিছু না হবে ঔষধ্য॥
কায়মনবাক্যে তাঁর তোমাতে বিশ্বাস।
দ্রুতগতি যাইয়া পুন করহ বিলাস॥
যদি দুঃখ রাধার না ঘুচাও ইহাতে।
জানিলঁ হৃদয় তোমার কঠোর বজ্র হইতে॥
কামশরসন্তাপে তাপিত হইয়া রাধা।
তোমার বিরহে অতিশয় পাইয়া বাধা॥
যদি চিন্তা করে চন্দ্র কমল চন্দন।
বড়ই তাপিত হয় রাধিকার মন॥
কিন্তু আজি কালি কৃষ্ণ হইব মিলন।
এই ক্ষেমারসে প্রাণ করয়ে ধারণ॥

---

(১) রসায়ন চিকিৎসক।

তোমা বিনে ওহে নাথ গতি নাহি আর।
অতি সুশীতল প্রিয় তুমি রাধিকার ॥
একান্ত থাকিয়া এই সব করে ধ্যান।
অতি ক্ষীণ তনু ক্ষণমাত্র আছে প্রাণ ॥
তোমা অল্প বিচ্ছেদে রাধার গ্লানি যত।
কহি যে তোমার আগে শুন নন্দসুত ॥
পাধাতে(১) মুদিত দেখে আপন নয়ন।
তাহাতে বিধিকে রাধা করিতা গঞ্জন ॥
নিমিষে না দেখি তোমা বিরহ হইত।
পূর্ব্বকাল ক্ষণমাত্র সহিতে নারিত ॥
এখন তোমাতে চিরকাল নাহি দেখা।
তাহাতে মুকুল যত আম্রঅগ্রশাখা ॥
তা দেখিয়া কেমনে রহিব রাধা তনু।
কেবল নিঃশ্বাস মাত্র আছে শুন কানু ॥(২)

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে বিরহবর্ণনে প্রাকৃত ভাষায়াং
স্নিগ্ধমধুসূদনো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥(৩)

---

(১) পক্ষেতে।

(২) সর্গসমাপ্তিকালে আশীর্ব্বাদসূচক পরিত্যক্ত শ্লোকের ভাবার্থ নিম্নে প্রকটিত হইল।

"কংসারি গোবিন্দ যে বাহুদ্বারা বৃষ্টিব্যাকুল বৃন্দাবন রক্ষার্থ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছিলেন, এবং যাহা গোপসকল দর্পের সহিত চুম্বন করিয়াছিল, এবং সেই চুম্বন হেতু যাহা সিন্দুর তুল্য তাম্বূলরাগে রঞ্জিত হইয়াছিল, সেই বাহু তোমাদিগের কল্যাণ বিস্তার করুক।"

(৩) স্নিগ্ধ হইয়াছেন মধুসূদন যাহাতে (যে সর্গে)।
"Krishna Cheered" according to Mr. Edwin Arnold.

পঞ্চম সর্গ।

কৃষ্ণ কহে শুন দূতি আমার বচন।
রাধিকারে আনিবারে করহ গমন॥
এই কুঞ্জবন মাঝে করি যে নিবাস।
রাধা আনি আমার পূরাহ অভিলাষ॥
বহুত বিনতি মোর কহিবে রাধারে।
পূর্ব্বাবস্থা জানাইবে তাঁহার গোচরে॥
রাধার বিরহে মোর প্রাণ নাহি রয়।
রাধা বিনে হইল মোর জীবন সংশয়॥
মোর প্রাণ রক্ষা হেতু দ্রুতগতি যাহ।
কোনো পরকারে তাঁরে আনিয়া মিলাহ॥
এতেক কাতর বাক্য শুনি পুন দূতী।
রাধিকার নিকটে আইল দ্রুতগতি॥
যোড়করে রাধিকারে বলেন বচন।
কৃষ্ণের বিরহদুঃখ কহি বিবরণ॥

গীত।

রাগিণী দেশবরাড়ী—তাল রূপক।

রাধে হরি তুয়া বিরহে নিদান।
তোমার হাথের মালা গলাতে পরিয়া কালা
তাথে মাত্র ধরিল পরাণ॥ ধ্রু॥
মলয় সমীর বয় তাহাতে তাপিত হয়
মনমথ করিয়া সংহতি।

মনে অনুমান করে বিরহে কি মারে মোরে
ফুলশর কুটিল সংপ্রতি ॥
শীতল কিরণ শশী সদাই পোড়ায় নিশি
পড়ে ঘন মুরছা খাইয়া।
জঘন(১) মদন শরে মন তার বিদ্ধ করে
বিলপয়ে বিকল হইয়া ॥
শুনি মধুকর গান আচ্ছাদিত করে কান
দুই করে করিয়া যতন।
বিশেষ হইলে রাতি কামপীড়া বাড়ে অতি
বিরহেতে ব্যাকুল চেতন ॥
তোমার করিয়া নাম বিলাপ করয়ে শ্যাম
গড়াগড়ি যায় অবনিতে।
তেজি নিজ গৃহ আশ বিপিনে করয়ে বাস
এক ঠাঞি না পারে রহিতে ॥
করি তুয়া অনুরাগ বিভব করিয়া ত্যাগ
তুয়া অধরসুধা করি আশ।
কবি জয়দেব কয় বিলম্ব উচিত নয়
পূর গিরিধর অভিলাষ ॥
পূর্ব্বে যে নিকুঞ্জবনে তোমার সহিতে।
কামের যতেক ক্রীড়া পূর্ণ কৈল যাতে ॥
সেই কুঞ্জ মনমথ মহাতীর্থ মাঝে।
পুনর্ব্বার তাহাতে থাকিয়া মহারাজে ॥

---

(১) যদি "জঘন" শুদ্ধ পাঠ হয়, তবে ইহা "জঘন্য" শব্দের বিকার মাত্র। অথবা "ঘন" শব্দ হইলে ও হইতে পারে, অর্থাৎ ঘন ঘন মদনশরে ইতি।

নিরন্তর তোরে কৃষ্ণ করিয়া ধেয়ান।
তোমার প্রলাপ যত মন্ত্র নিরমাণ॥
সেই মন্ত্র জপ করি পুনঃ পুনর্ব্বার।
কামনা করয়ে এই করিয়া বিচার॥
তুয়া কুচকুম্ভযুগে দৃঢ় আলিঙ্গন।
সে হেন অমৃতপ্রাপ্তি চিন্তে অনুক্ষণ॥
এ সকল জপ ধ্যান করি দিবানিশি।
তপস্যা করেন হরি এক কুঞ্জে বসি॥

গীত।

রাগিণী গুজরী—তাল একতালা।

রাধে বিপিন পয়ানে কুরু সাজ।
যমুনাতীরে মন্দ বহে মারুত তাহাতে বসিয়া যুবরাজ॥ ধ্রু॥
কর অভিসার করি রতিরস মদন মনোহর বেশে।
গমনে বিলম্ব না কুরু নিতম্বিনি চল চল প্রাণনাথপাশে॥
তুয়া নিজ নাম শ্যাম করি সঙ্কেত বাজায় মুরলী মৃদুভাষে।
তুয়া তনু পরশি ধূলিরেণু উড়ত তারে পুনঃ পুনঃ প্রশংসে॥
উড়ইতে পক্ষ[১] বৃক্ষদল বিচলিত তুয়া আগমন হেন মানে।
দ্রুতগতি শেষ[২] করত পুন চমকই নিরখত তুয়া পথ পানে॥
শবদ অধীর নূপুর দূরে তোহি রিপুর সদৃশ রতিরঙ্গে।
অতিতমপুঞ্জ কুঞ্জবনে চল সখি নীল ওঢ়নি নেহ অঙ্গে[৩]॥

---

(১) পক্ষী।　(২) শয্যা।
(৩) নীল বর্ণের ওঢ়ানি, নীল নিচোল।
"চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলং।"

তোর উরহার কৃষ্ণ উরে শোভিত মেঘে বকপাঁতি হেন মানি।
বিপরীত রমণে কৃষ্ণ উরে সাজত মেঘে যেন সাজে সৌদামিনী॥
করি অভিমান কানন ত্যজিব রজনী হইল পরকাশ।
শুনি মোর বচন গমন কর সত্বর পুরাহ কানুর অভিলাষ॥
অম্বর তেজি নিজ কিঙ্কিণী বেকত[১] জঘন কারবি রতিরঙ্গে।
নব কিশলয় শয্যাতে নেহ সুন্দরি কিরাহ ঘটন শ্যাম অঙ্গে॥
তেজি সব দুঃখ করহ সখি অন্তর দ্রুতগতি কর অভিসার।
জয়দেব বচন শুনি কর সুন্দরি গিরিধর সহিত বিহার॥

শুন রাধা কৃষ্ণে তুমি না হয়[২] বিমুখ।
তুয়া প্রিয় কৃষ্ণে কেন দেহ এত দুঃখ॥
বহুত তাপিত কৃষ্ণ বিরহে তোমার।
ভাবিতে ব্যাকুল চিত্ত হইছে আমার॥
তোমার মিলন হেতু বসিয়া নির্জ্জনে।
তুয়া আগমন কৃষ্ণ ভাবে মনে মনে॥
তুয়া আগমন কৃষ্ণ কর[৩] সদা আশ।
না দেখিয়া পুনঃ পুনঃ ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
রাধা এল বলে বলে পুনঃ চমকিত।
পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণ কুঞ্জে খুজিয়া বেথিত॥
অন্য পথে এসে থাকে এমতি ভাবিয়া।
গদ গদ স্বরে কান্দে তোমা না দেখিয়া॥
আসিতে নারিল কিবা গুরুজন ভয়ে।
হা রাধা হা রাধা বলে অতি গ্লানি হয়ে॥

---

(১) ব্যক্ত। (২) হইও। (৩) করে।

কিশলয় শয্যা পুনঃ করয়ে রচন।
আকুল হইয়া পুনঃ করে নিরীক্ষণ॥
মনে করে দৃঢ় অনুরাগ তাঁর সাথে।
প্রতারিয়া গুরুজনে আসিব পশ্চাতে॥
লুকাইয়া আছেন কিবা চিত্ত জানিবারে।
এই ভেবে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করে॥
তোমার লাগিয়া কৃষ্ণ বিষাদিত মনে।
অত্যন্ত গ্লানি চিত্ত মদনের বাণে॥
এত দুঃখে দয়া নাই তোমার অন্তরে।
তেজি নিজ কুটিলতা চলহ সত্বরে॥
এতেক আমন্দে তোরে বুঝাতে নারিলঁ।
বড়ই নিঠুর তুমি এবারে জানিলঁ॥
লোকে বলে একা অস্ত গেল দিনপতি।
তোমার কৌটিল্য যত করিয়া সংগতি॥
কৃষ্ণ মনোরথ যত তোমার আশাতে।
নিবিড় অন্ধকার হৈল অন্ধকার সাথে॥
যেন চক্রবাক দীর্ঘ করয়ে করুণা।
তাহার অধিক মোর তোমাতে প্রার্থনা॥
তেজি অভিমান কর ক্রুত অভিসার।
কোন্ কাজ হইতে এত বিলম্ব তোমার॥
এখন বিফল তোর বিলম্ব গমন।
অভিসার করিবারে ক্ষণ বিলম্বন॥
উৎকণ্ঠা তোমার প্রিয় বসিয়া নির্জ্জনে।
অত্যন্ত মুগ্ধা তুমি জানিল কারণে॥

হেন অন্ধকার সখি কভু নাহি দেখি।
নিকটে থাকিতে লোক নাহি উপলখি॥
এমন অন্ধকারে যদি কর অভিসার।
লোকের গোচর নহে তাহার আকার॥
কহি অদভুত কথা তোমার সাক্ষাতে।
শৃঙ্গার করিয়া লজ্জা পাইল যেমতে॥
সঙ্কেত করিল নারী এক যুবা সনে।
তেমতি করিল আর অন্য দুই জনে॥
যার স্ত্রীতে যে জনার সঙ্কেত রহিল।
তার নারী উহার পতি সনে তেন কৈল॥
অন্যের নিমিত্তে যেতে দেখা আন সনে।
এই অন্ধকারে ভ্রম হইল মিলনে॥
ভ্রমে নিজ স্বামী সনে মিলন দোঁহার।
উপপতি ভাবে নিজ পতিতে শৃঙ্গার॥
আলিঙ্গন চুম্বন দশন নখাঘাতে।
কামের প্রকাশ কৈল এ সকল মতে॥
ভ্রমণ করিতে মাত্র দোঁহে হইল কথা।
তাহাতে হইল জ্ঞান আপন পরতা॥
এই দুই দম্পতী রহেন অন্ধকারে।
লজ্জাসম্বলিত রস হইল শৃঙ্গারে॥
কৃষ্ণের মিলন পাছে হয় অন্য সনে।
ভ্রমেতে শৃঙ্গারভাব হয় কোন খানে॥
এই অন্ধকারে সখি নাহিক বিশ্বাস।
বিলম্ব হইতে তুমি হইবে নৈরাশ॥

প্রয়াস করিয়া তোরে পাঠাইল নিতে।
এত নিষ্ঠুরতা তোরে না বুঝি করিতে॥
মিথ্যা গোঙাইহ কাল কিসের কারণে।
তেজ রূপবতি মতি বিলম্ব গমনে॥
হেন অন্ধকারে যাবে চতুর্দ্দিকে চাইয়া।
কৃষ্ণকে খুজিবে ভয়ে চমকিত হইয়া॥
পাছে পাছে পুরুষের ভ্রমে অন্ধকারে।
রয়্যা রয়্যা চরণ চালাবে ধীরে ধীরে॥
অনঙ্গতরঙ্গ অঙ্গে গমন করিয়া।
স্থগিত হইবে কোনো রহস্থান পাইয়া॥
সুমুখি রাধিকে তোরে কি আর বলিব।
হেন রূপে তোমা দেখে কৃতার্থ হইব॥
অতএব গমন করহ তেজ রোষ।
না গেলে পাইবে দুঃখ মোর নাঞি দোষ॥(১)

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে অভিসারিকা বর্ণনে প্রাকৃত-ভাষায়াং সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ॥(২)

---

(১) সর্গসমাপ্তিকালে আশীর্ব্বাদসূচক পরিত্যক্ত শ্লোকের ভাবার্থ এই—"যিনি রাধিকার মুখপদ্মে ভ্রমর স্বরূপ, যিনি ত্রৈলোক্যের অধিপতি, যিনি কংসধ্বংশনে ধূমকেতু, এবং যিনি ব্রজসুন্দরীগণের সন্তোষপ্রদ, সেই দেবকী-নন্দন তোমাদিগকে রক্ষা করুন।"

(২) যে সর্গে পুণ্ডরীকাক্ষ রাধিকার আগমন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।
"The longings of Krishna" according to Mr. Edwin Arnold.

ষষ্ঠ সর্গ।

ইহার অন্তরে সেই চতুর দূতিকা।
পুনর্ব্বার বনে যাইয়া দেখিল রাধিকা॥
বহুদিন হইতে সেই কৃষ্ণে অনুরক্ত।
কৃষ্ণের নিকট যাইতে হইলা আসক্ত॥
ভাবনা করেন রাধা লতার কুটীরে।
কৃষ্ণেতে মিলন হব কেমন প্রকারে॥
মোর প্রাণনাথ অন্য নারীতে বিহরে।
কমলনয়ান কৃষ্ণ পাশরিল মোরে॥
মোর প্রতি ব্রজপতি অতি নিঠুরতা।
বাঢ়াইল প্রীত চিত হয়ে গেল কোথা॥
এতেক বিলাপ রাধা করিয়া নির্জ্জনে।
দূতিকে কহেন কিছু মধুর বচনে॥
শুন প্রিয় প্রাণসখি রাখ মোর প্রাণ।
হরিকে আনিয়া দেহ মোর সন্নিধান॥
এমন কাতর বাক্য শুনিয়া রাধার।
কৃষ্ণের নিকটে দূতি গেল পুনর্ব্বার॥
গোবিন্দ দেখিল গিয়া নির্জ্জন গহনে।
কিছুই উৎসাহ নাহি মদনবেদনে॥
রাধামুখপঙ্কে নিরন্তর অনুরাগী।
রাধা গুণ গান করে হইয়া বিয়োগী॥
হেন কৃষ্ণ আগে দূতী করি বিবরণ।
রাধার বিলাপ কথা কহেন কথন॥

গীত।

রাগিণী গৌড়কিরী—তাল রূপক।

ওহে নাথ শুন রাধার দুঃখ।
বাসঘরে নবপল্লব উপরে বসিয়া বিরস মুখ॥ ধ্রু॥
সেই মুখবিধু তার মিষ্ট মধু যেন রতি করেছে পান।
তেমতি তোমারে দেখে সব চাই নিভৃতে করিয়া ধ্যান॥
রভস হইয়া তোমার নিকট যাইতে করয়ে বল।
দুই চারি পদ গমন করিতে পড়য়ে হইয়া বিহ্বল॥
কমলে বলয় কঙ্কণ করিয়া অঙ্গতাপ করে নাশ।
অন্তরের তাপ বিনাশ করয়ে ত্বয়া স্পর্শ করি আশ॥
মনে পুনঃ পুন করে নিরীক্ষণ তোমার রাস বিহার।
আপনাকে মানে তোমার আকার(১) এমন ভাবনা তাঁর॥
অভিসার কেন না কৈল ত্বরিত মোর সে প্রাণের নাথ।
বারে বারে এই সখিকে সুধায় করিয়া হা নাথ হা নাথ॥
মেঘের সদৃশ নিবিড় আঁধার দেখি সেই নিতম্বিনী।
করত চুম্বন পুনঃ আলিঙ্গন কৃষ্ণ আগমন জানি॥
তোমার বিলম্বগমন দেখিয়া তেজিয়া সকল লজ্জা।
বিলাপ করিয়া করয়ে রোদন হইয়া বাসকসজ্জা॥
জয়দেব কহে শুন গিরিধর তোমার মিলন হৈতে।
রাধার এতেক বিরহবেদন দূর কর কোন মতে॥

পুনঃ পুনর্ব্বার রাধা বিরহে তোমার।
অন্তরে তাপিত হয় কত পরকার॥

---

(১) "মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা।"

পঞ্চশরবেদনাতে রোমাঞ্চিত তনু।
ঘন ঘন শীৎকার করয়ে তোমা বিনু॥
অন্তরের জড়িমাতে হইল বিকার।
ব্যাকুল হইয়া বনে করেন বিহার॥
বিষন্ন হইয়া রাধা কামচিন্তাজ্বরে।
মগ্ন হইলা ত্বয়া স্পর্শরসের সাগরে॥
সতত তোমার ধ্যান করি অবিলম্ব।
এই হেতু রাধিকার জীবন বিলম্ব॥
তোমার লাগিয়া রাধা এত দুঃখ পান।
সংসারেতে ধূর্ত্ত নাহি তোমার সমান॥
তোমার সঙ্গমসুখ করিয়া বাসনা।
তোমা লাগি রাধা এত করয়ে ভাবনা॥
কৃষ্ণ আসি দেখি মোরে হইবে মিলন।
সেই ভাবে অঙ্গে পরে যত আভরণ॥
বৃক্ষের পল্লব যদি পড়ে আচম্বিতে।
কৃষ্ণ এল বলে শয্যা করেন তাহাতে॥
এই ক্ষণে এসে কৃষ্ণ করিব(১) শয়ন।
সে হেতু পল্লবশয্যা করয়ে রচন॥
কৃষ্ণ আইলে কত শত করিব বিলাস॥
ধ্যান করি করে সব এই অভিলাষ॥
হয় কত অনুরত এমত প্রকারে।
গমন করহ নাথ তাঁহার গোচরে॥

---

(১) করিবে।

"তুমি নাহি গেলে প্রভু সেই বরতনু(১)।
নিশা পার না হইব তাঁর নিজ তনু ॥(২)
ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে বাসকসজ্জাবর্ণনে
প্রাকৃতভাষায়াং ধৃষ্টবৈকুণ্ঠো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥(৩)

---

(১) বহুব্রীহি সমাসনিষ্পন্নপদ। বর=শ্রেষ্ঠ, তনু=শরীর।

(২) সর্গসমাপ্তিকালে জয়দেব মঙ্গলাচরণ করিয়া যে শ্লোক লিখিয়াছেন, আমাদিগের অনুবাদক সেই শ্লোকটী পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরা নিম্নে সেই পরিত্যক্ত শ্লোকের ভাবার্থ প্রকটন করিলাম। কিন্তু ঐ শ্লোক একটী প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। তাহা এই—শ্রীমতি রাধিকা ভাণ্ডীরবৃক্ষতলে সঙ্কেত করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, দৈবযোগে সন্ধ্যা-কালে সেই বৃক্ষতলে এক অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া রাধিকা যে কথা বলিয়াছিলেন, সেই কথা শ্রীনন্দের নিকট সেই অতিথি যাইয়া প্রকাশ করিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই সময়ে নন্দের নিকটেই উপস্থিত ছিলেন এবং সেই কথা শুনিলেন। পরে তিনি অতিথির সন্দেশ গোপন করিবার মানসে প্রস্তাবান্তর করিয়া কহিলেন, যে সন্ধ্যাকালে যাহার বাটীতে অতিথি আইসে সে গৃহস্থ ভাগ্যবান।

" ওহে ভাই পথিক! ভাণ্ডীর বৃক্ষতলে কেন বিশ্রাম করিতে আসিয়াছ, এখানে কৃষ্ণসর্প বাস করে, অদূরে নন্দালয় দৃষ্ট হইতেছে, সেই ভবনে কেন যাইতেছ না। রাধিকার এই বচন শ্রীকৃষ্ণ নন্দের নিকট বসিয়া পথিক প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া গোপন মানসে 'সন্ধ্যাকালে পথিকের আগমন বড় প্রশস্ত' এই প্রস্তাবান্তর করিয়া যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন, সেই সকল বাক্য জয়যুক্ত হউক।"

(৩) বালবোধনীটীকাকার এই রূপ অর্থ করিয়াছেন—কীদৃশো গিরঃ সায়ংকালে অতিথেস্তস্যৈবপ্রাশস্ত্যং প্রশংসাদিরূপং তদেবগর্ভোঽভিপ্রায়ো যাসাং তাঃ। অতএব ধৃষ্টঃ প্রগল্‌ভো বৈকুণ্ঠো যত্র ইতি সর্গঃ।

"Krishna made bolder" according to Mr. Edwin Arnold.

সপ্তম সর্গ।

ইহার অন্তরে চন্দ্র হইল উদয়।
তাহার কিরণেতে নির্ম্মল জ্যোৎস্না হয়॥
তা দেখি কুলটার মন না মানে প্রবোধ।
কুলটা যাবার পথে হইল পাপরোধ॥
অঙ্গের কলঙ্ক তার বড় স্ফুটতর।
আকাশমণ্ডল তাথে শোভিত সুন্দর॥
দিক্‌সুন্দরীমুখে যেন চন্দনের বিন্দু।
তেমতি উদয় হইল পরিপূর্ণ ইন্দু(১)॥
বৃন্দাবন ভিতর সকল হইল আলা(২)।
দেখিয়া রাধার মনে মদনের জ্বালা॥

---

(১) "পরিপূর্ণ" শব্দ এ স্থলে অনুবাদকের ভ্রমবশতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকে "দিক্‌সুন্দরীবদনচন্দনবিন্দুরিন্দুঃ" কথা গুলি থাকাতে অনুবাদকের ঐ রূপ ভ্রম হইয়াছে। দিক্‌সুন্দরীর বদনে চন্দনের ফোঁটা বা ছিটা স্বরূপ হইয়া চন্দ্র উদিত হইল। জয়দেবের মূল শ্লোক পাঠে বোধ হয় যেন প্রথমে কিঞ্চিৎ অন্ধকার ছিল, পরে চন্দ্রোদয় হইল। এই বিচারে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের চন্দ্র বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বালবোধনী টীকাকার আমাদিগের এই মতের পোষকতা করিয়াছেন যথা, "অনেন চন্দ্রস্য পূর্ণপ্রায়ত্বোক্তাদিতি" অর্থাৎ পূর্ণপ্রায়, কলেক মাত্র হীন, কিন্তু "পরিপূর্ণ" নহে। রসময় দাস ও "পূর্ণ" শব্দ ব্যবহার করিয়া ঐ রূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, যথা—

"দিক্‌সুন্দরীর মুখে যেন চন্দনের বিন্দু।
বৃন্দাবনে তূর্ণ উদয় হৈলা পূর্ণ ইন্দু॥"

কিন্তু আর্ণণ্ড সাহেব কৃত ইংরাজী অনুবাদে "পূর্ণ" শব্দ ব্যবহৃত নাই।

"Meantime the moon, the rolling moon, clomb high,
And over all Vrindavana it shone;
The moon which on the front of gentle night,
Gleams like the Chandan-mark on beauty's brow."

(২) আলো, আলোক।

এইমত উদয় যদি হইল শশধর।
কৃষ্ণের বিলম্ব দেখি রাধা চিন্তান্তর॥
বহুত বিলাপ করে বিবিধ প্রকারে।
পরিতাপ করি কান্দে অতি উচ্চৈঃস্বরে॥

গীত।

রাগ মালবগৌড়—তাল যতি।

যাব এবার আর কার লব হে শরণ।
না মানিব সখির বচন॥ ধ্রু॥
সময় করিয়া হরি কেনে না আইলা।
এরূপ যৌবন মোর বিফল হইলা॥
এ রাত্রিতে যার লেগে বাঞ্ছা কৈনু বন।
সে হেতু হৃদয় বিদ্ধ করিল মদন॥
বরঞ্চ মরণ মোর ভাল হেন গণি।
কেমনে সহিব আর বিরহআগুনি॥
কি দুঃখ কঙ্কণ মণিময় অলঙ্কার।
হরির বিরহানলে সে সকল ভার॥
মোর প্রিয় না ঘটাল এ মধু যামিনী।
কৃষ্ণ যার সঙ্গে পূর্ণ কৈল সে কামিনী॥
আমার গলার মালা হয়্যা কামবাণ।
সুকুমার অঙ্গে মোর বিদ্ধ করে প্রাণ॥
তার হেতু আমার বসতি ঘোর বনে।
সে হরি আমাতে স্মৃতি নাহি করে মনে॥

জয়দেব কহে রাধে করহ বিলাপ।
তোমা বিনে গিরিধর করে অনুতাপ॥
কেনে না আইলা কৃষ্ণ আমার নিকট।
বুঝিলাঙ তবে কিছু হয়্যাছে শঙ্কট॥
কি অন্য কামিনী সঙ্গে করিল গমন।
খেলাইতে করিল বন্ধ কিবা সঙ্গীগণ॥
অতিশয় অন্ধকার বটে এই বন।
পথভুলে অন্য পথে করয়ে ভ্রমণ॥
এই কুঞ্জবনে আসি অতি অল্প পথে।
গ্লানিচিত্ত হয়্যা কিবা নারিল আসিতে॥
বেত্রলতানির্ম্মিত অপূর্ব্ব কুঞ্জবনে।
সঙ্কেত করিয়া প্রাণনাথ মোর সনে॥
না আইলা এই কুঞ্জ এসব কারণে।
আমাতে বিস্মৃতি কিম্বা হয় তাঁর মনে॥
এই সব ভাবনা করেন চন্দ্রমুখী।
হেন কালে নিকটে আইলা নিজ সখী॥
কৃষ্ণ আনিবারে যারে যারে পাঠাইল।
বিনা কৃষ্ণ একা সখী দেখিতে পাইল॥
কার্য্য না হইল তাথে বিষন্ন বদন।
বলিতে না পারে কিছু স্বরূপ বচন॥
রাধিকা দেখিয়া পুনঃ সেই সখিমুখ।
অভিপ্রায় করে মনে পায় বড় দুঃখ॥
সেই কৃষ্ণ অন্য নারী সনে কৈল রতি।
আমাতে অবজ্ঞা বড় করিল সংপ্রতি॥

সেই নারী ভাগ্যবতী পুণ্য কৈল কত।
আমারে ছাড়িয়া তেঞি তাথে অনুরত॥
কিবা দেখে এলে সখি আপন নয়নে।
অতি ম্লানমুখ দেখি তথির কারণে॥
প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণরতা নারীগণ।
দূতীকে সংবাদ করি বলেন বচন॥
যে যে নারী সনে কৃষ্ণ করিল রমণ।
তাহাদের রূপ গুণ করিয়া বর্ণন॥

গীত।

রাগ বসন্ত—তাল যতি।

কে যুবতী করে রতি ব্রজপতি সনে।
তার প্রতি গুণবতী নাহি জগজনে॥ ধ্রু॥
কামযুদ্ধ সম যুদ্ধ কে করিল বেশ।
এলাইল কিছু ফুলমালাবেড়া কেশ॥
হরি আলিঙ্গনে মনে মদনবিকার।
স্তনের উপরে দোলে মণিময় হার॥
বিচলিত অলকাতে মুখ শোভা পায়।
হরিমুখপানসুখে অলশ জানায়॥
চঞ্চল কুণ্ডল গণ্ডস্থলেতে বিরাজে।
নড়িতে জঘন ঘন কিঙ্কিণী সে বাজে॥
হরি দরশনে লজ্জা পাইয়া পাছে হাসে।
কণ্ঠনাদ করে মগ্ন হইয়া রতিরসে॥

অতিশয় কম্পন পুলক মৃদুহাস।
ঘন ঘন শ্বাসে হয় কামের প্রকাশ॥
শ্রমেতে হইল ঘর্ম্ম সকল শরীরে।
রতিরণপণ্ডিত সে পড়ে প্রিয় উরে॥
জয়দেব কহে রাধে কিবা কর ভয়।
তোমা বিনে গিরিধরের আর কেহো নয়॥
চন্দ্রোদয় দেখি রাধা বিরহে জর্জ্জর।
চন্দ্রগুণ বলে দুঃখে হইয়া কাতর॥
কৃষ্ণমুখপদ্ম যেই বিরহে পাণ্ডর।
তাহার সদৃশ হেরি এই শশধর॥
উদয় করিয়া সেই শীতল কিরণ।
যদ্যপি লোকের তাপ করয়ে খণ্ডন॥
তথাপি মদন সঙ্গে করিয়া মৈত্রতা।
কামবেথা দিছে মোরে করিয়া দুঃখিতা॥

গীত।

রাগিণী গুর্জ্জরী—তাল একতালা।

আজি কৃষ্ণ করয়ে রমণ।

যমুনা পুলিন বনে লয়্যা গোপ বধূগণে
পরাজয় করিয়া মদন॥ ধ্রু॥(১)

কাম বাড়াইয়া রাশি রমণী বদনশশী
চুম্বন করিয়া বারে বারে।

---

(১) এই অন্তরাটী আমরা নিজে যোজন করিয়া দিলাম। আমাদিগের আদর্শ পুস্তিকায় ছাড় আছে।

পুলকেতে সেই মুখে কস্তূরী তিলক লেখে
শোভে মৃগ যেন শশধরে॥
মেঘবর্ণ সমকেশ তাথে করে নানা বেশ
সেই কামমৃগের কানন।
বিদ্যুতের সমতুল তাথে দিল ঝিঁটি ফুল(১)
যা দেখে চঞ্চল যুবাগণ॥
মৃগনাভি কস্তূরীতে মাখাইল ভাল মতে
কুচযুগ নিবিড় গগণ(২)।
তাথে পরাইয়া মতি কৈল তার(৩) সমদ্যুতি
নখচিহ্ন সুধাংশু যেমন॥
জিনিয়া মৃণাল কত কোমল শীতল হাথ
করতল কমলের দলে।
মরকত নিবলিত মলয়া ভ্রমরা মত
তাথে নিয়োজিল কুতূহলে॥
অতি স্থূল যে জঘন রতির সে নিকেতন
মদনের সোনার আসন।
তাহাতে কিঙ্কিণী দিয়া বহির্দ্বারে নিরখিয়া
বাসনা করিল পূরণ॥
চরণ কমলরক্ত আলয় লক্ষ্মীর উক্ত
নখমণিগণের পূজিত।

---

(১) ঝিণ্টীপুষ্প, কুরুবক কুসুম।

(২) এস্থলে কুচযুগ গগণ রূপে কল্পিত হওয়াতে, নখচিহ্ন সুধাংশু বা চন্দ্র, এবং মতির বা মুক্তার মালা তারকপটল কল্পিত হইল।

(৩) তারক, নক্ষত্র।

বাহিরে প্রাচীর প্রায় দিয়া অলক্তক তায়
হৃদয়ে করয়ে নিয়োজিত ॥
কোনো রমণীর সঙ্গে রতি করে নানা রঙ্গে
হলধর ভ্রাতা মহাখল।
দিবসে বনের মাঝে বসে থাকি কোন্ লাজে
বল সখি বিলম্বে কি ফল ॥
তোর আগে কহি কথা যদি বৃকভানুসুতা
তবে প্রতিফল দিব তার।
কবি জয়দেব কয় এই সে উচিত হয়
গিরিধরে এত অহঙ্কার ॥
এই মত বন হেরি করেন বিলাপ।
প্রকাশ করিয়া রাধা বিরহ সন্তাপ ॥
কৃষ্ণ না আইল তথা মনে পাইয়া বেথা।
সখিরে বলেন পুনঃ অন্তরের কথা ॥
যদি না আইল সখি সে ধূর্ত্ত নির্দয়।
তাথে দুঃখ না ভাবিহ আপন হৃদয় ॥
অনেক নারীর সেই হইয়া বল্লভ।
স্বচ্ছন্দে রমণ করে আমাতে দুর্ল্লভ ॥
শুন সখি তাহাতে তোমার কিবা দোষ।
আনিতে নারিব তাঁরে হইতে সন্তোষ ॥
দেখ আজি সেই প্রিয়সঙ্গম কারণ।
তাঁর গুণে(১) আকুলিত হয়ে মোর মন ॥

(১) হরির আকর্ষণী শক্তিতে। পরমাত্মা জীবাত্মাকে আকর্ষণ করে।

তাঁরে আনিবার তরে উৎকণ্ঠিত হইয়া।
আপনে যাইব চিত্ত অঙ্গেতে ফুটিয়া(১) ॥

গীত।

রাগিণী দেশ বরাড়ী—তাল রূপক।

সখি যে যুবতী।
শ্যাম সনে এবনে করিল রতি ॥ ধ্রু ॥
কুবলয় সম আঁখি দেখিয়া হরির।
কিশলয় শেযে(২) নয় তাপিত শরীর ॥
প্রফুল্ল কমলমুখে দিল যেই মুখ।
কামশরে কিবা তারে দিতে পারে দুঃখ ॥
শ্যামের অমৃত সম মধুর বচনে।
জ্বালা নাহি পাব(৩) সেই মলয় পবনে ॥
স্থলপদ্ম জিনি হাথ পায়ের পরশে(৪)।
শশীর কিরণে তাপ না পাইল সে ॥
সজলজলদশ্যামঅঙ্গে অঙ্গ যার।
বিরহেতে বিদীর্ণ হৃদয় নহে তার ॥
হেম সম বস্ত্র পরিধিয়া করে রাস।
পরিজন হাসে সেই না ছাড়িব শ্বাস ॥
কৃষ্ণকে করিয়া মোর আগে অলক্ষণ।
হরিবে আমার প্রাণ এই নিবেদন ॥

---

(১) শ্রীকৃষ্ণের গুণে আকৃষ্ট হইয়া অদ্য চিত্ত অঙ্গ পরিগ্রহ করিয়া তাহাকে আনিবার জন্য গমন করিবে। (২) শয্যাতে।
(৩) পাইবে। (৪) স্থলপদ্ম জিনিয়া (শ্রীকৃষ্ণের) হস্ত ও পদ স্পর্শে।

সংপ্রতি রাধাতে কৃষ্ণ নহে অনুরক্ত।
তথাপি রাধার চিত্ত কৃষ্ণেতে আসক্ত॥
হেন চিত্তে নিন্দা করি কহে মৃদু কথা।
যে কৃষ্ণ করিল মনে এতেক অবস্থা॥
রিপুর সদৃশ এই সখীর সম্ভাষ।
শীতল পবন মোরে যেমন হুতাশ(১)॥
অমৃত সদৃশ এই চন্দ্রের কিরণ।
বিষতুল্য সেহো মোরে করয়ে দাহন॥
এতেক নির্দয় কান্ত প্রতি মোর মন।
কেন হেন অনুরক্ত হয় অনুক্ষণ॥
কি করিব কুবলয়নয়না সমাজে।
নিরন্তর দুষ্ট কাম করয়ে অকাজে॥
শুনহে বচন তুমি মলয় মারুত।
রাধাকে করহ পীড়া মনে আছে যত॥
ওহে পঞ্চবাণ প্রাণ করহ গ্রহণ।
পুনর্ব্বার নহে মোর এ ঘরকরণ॥
যমের ভগিনী তুমি(২) স্বভাবে নির্দয়।
তোমার ক্ষমাতে আর মোর কিবা হয়॥
স্বকীয় তরঙ্গে অঙ্গ করহ সেচন।
মোর দেহদাহ সাম্য হউক এখন॥
ইহাতেই জানা গেল রাধার আশয়।
প্রাণত্যাগ করিবারে করিল নিশ্চয়॥

---

(১) হুতাশন, অগ্নি।
(২) যমুনাকে সম্বোধন করিতেছেন।

বিরহে অস্থির চিত্ত হইয়া কামজ্বরে।
সন্নিপাত জ্বর হইল হেন মনে করে॥
সন্নিপাতে স্নান কৈলে মরণ কেবল।
সে হেতু প্রার্থনা করে সুশীতল জল॥(১)

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে বিপ্রলব্ধাবর্ণনে প্রাকৃত-
ভাষায়াং নাগরনারায়ণো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ॥(২)

---

(১) বিরহবর্ণনে অসহিষ্ণু হইয়া সর্গসমাপ্তিকালে ব্রজে রাধাকৃষ্ণলীলা স্মরণ করিয়া জয়দেব যে আশীর্ব্বাদসূচক শ্লোক লিখিয়াছেন এবং অনুবাদক কর্ত্তৃক যাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে, নিম্নে সেই শ্লোকের ভাবার্থ লিখিত হইল।

"প্রাতঃকালে অচ্যুতকে নীলবস্ত্র এবং রাধিকাকে পীতবস্ত্র পরিধান করিতে দেখিয়া সখীমণ্ডল কৌতুকে হাস্য করিলে যিনি লজ্জিত হইয়া আনন্দে শ্রীরাধিকার মুখ নিরীক্ষণ করত অল্প অল্প হাস্য করিলেন, সেই নন্দসুত জগতের আনন্দের নিমিত্ত হউন।"

মহাত্মা আর্ণল্ড সাহেবকৃত ইংরাজী অনুবাদের সপ্তম সর্গের শেষে যে সদুপদেশ আছে, আমরা নিম্নে তাহা হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

" ——————————Oh, be wise!

Mark this Story of the Skies,

Meditate Govinda ever,

Sitting by the Sacred river,

The mystic stream which o'er his feet

Glides slow, with murmurs low and sweet."

(২) বালবোধনীটীকাকার এইরূপ বিবৃতি করিয়াছেন। অতঃসর্গোহয়ং নাগরা যে নারা নরসমূহাস্তেষাময়নং মূলভূতং যঃ শ্রীকৃষ্ণো যত্র স ইতি।

"Krishna Supposed false" according to Mr. Edwin Arnold.

অষ্টম সর্গ।

কোনরূপে গোঙাইল রাধা সেই নিশি।
কামশরে জর জর সেইখানে বসি ॥
সে কালে প্রভাতে প্রিয়(১) প্রণত হইয়া।
যোড় হাথে স্তুতি করে রাধা আগে রয়্যা ॥
যদি কৃষ্ণ নীতযুত করেন বিনয়।
তথাপি কোপিয়া রাধা কৃষ্ণ প্রতি কয় ॥

গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল যতি।

হে মাধব যাও যাও না বল কপট সম্বাদ।

যাহ তুমি তার ধাম কমললোচন শ্যাম
যে তোমার হরিল বিষাদ ॥ ধ্রু ॥

জাগিয়া রজনী পুন চক্ষু কৈলে রক্তবর্ণ
অলশে নিমিষ ক্ষণে ক্ষণে।

হেন অনুমান চিত্তে যত অনুরাগ তাথে
হৃদয় হইতে উঠিল নয়নে ॥

কাজরে(২) মণ্ডিত নেত্র চুম্বন করিতে মাত্র
ও মুখমণ্ডল থাকে কাল।

ওহে কৃষ্ণ কহি পষ্ট স্বভাবে অরুণ ওষ্ঠ
অঙ্গের বরণ হৈল ভাল ॥

---

(১) শ্রীকৃষ্ণ। (২) কাজলে, কজ্জলে।

করি কামযুদ্ধ কত নখে তনু হৈল ক্ষত
তাহাতে হইল রতিজয়।
মরকতমণি মাঝে সোণার আখর সাজে
তেন শোভা তেমতি উদয়॥
রতিরস কুতূহলে লেগেছে হৃদয় তলে(১)
চরণকমল আলতা।
মনমথ গাছে কিবা নব কিসলয়শোভা
দেখা দিল বাহিরে সর্ব্বথা॥
মোর চিত্তে হয় দুঃখ দেখিয়া তোমার মুখ
অধরেতে দশনের চিহ্ন।
কোন্ লাজে কহ তুমি যেবা তুমি যেবা আমি
তোমায় আমায় তনুমাত্র ভিন্ন॥
কে বলে তোমারে ভাল ভিতরে বাহিরে কাল
বড়ই তোমার নিদয় মন।
হেন অনুগত জনে কামপীড়া দেহ কেনে
মোরে কৃষ্ণ না কর বঞ্চন॥
মারিতে অবলাগণে ভ্রমণ করহ বনে
তোমা প্রতি এ কোন্ রীত।
স্ত্রীবধে তোমার মতি পূতনা প্রমাণ তথি
শিশু হইতে নিদয় চরিত॥
কার সনে করে রতি গোঙাইলে সব রাতি
প্রভাতে আইলা কোন্ লাজে।

---

(১) বক্ষঃস্থলে।

জয়দেব কবিবর বলে শুন গিরিধর

তুমি ধূর্ত্ত বুঝা গেল কাযে॥

শুন শুন ওহে কৃষ্ণ বলি যে তোমাকে।

তোমার সমান ধূর্ত্ত নাহি তিন লোকে॥

তোমার সহিত খ্যাত বড়ই প্রণয়।

পাছে প্রীতভর মোর প্রতি ভঙ্গ হয়॥

এই হেতু তোমারে বলিতে হয় ভয়।

তুমি সে দারুণ খল স্বভাবে নিদয়॥

বড় লজ্জা পাই আজি তোমারে দেখিতে।

বলিতে না পারি কিছু এই তোমার রীতে॥

পায়ের অলক্তরক্ত লেগেছে প্রিয়ার।

অরুণ বরণ তাথে হৃদয় তোমার॥

অন্তরিল তার প্রতি অনুরাগ যত।

হৃদয়েতে ভিন্ন হয়্যা হইল নির্গত॥

কে বলে তোমারে ভাল কাল তনু যার।

কপট করিয়া কেন দুঃখ দেহ আর॥(১)

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে খণ্ডিতাবর্ণনে প্রাকৃত-
ভাষায়াং বিলক্ষলক্ষ্মীপতি নামাষ্টমঃ সর্গঃ॥(২)

---

(১) সর্গসমাপ্তিকালে আশীর্ব্বাদপ্রকাশক পরিত্যক্ত শ্লোকের ভাবার্থ এই—

"যাহা শ্রবণে কুরঙ্গনয়নাদিগের মনঃ যেন মন্ত্র দ্বারা আকৃষ্ট হয়, এবং দেবতাদিগের দর্পীদানবভয় নিবারিত হয়, কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণের সেই বংশীরব তোমাদিগের পক্ষে নিত্য কল্যাণপ্রদ হউক।"

(২) বালবোধিনী টীকাকার এইরূপ বিবৃতি করিয়াছেন। "বিলক্ষ গাচ্ছমানা অলোকাবিষ্কারাদ্বিতো লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীরাধাপতির্যত্র ইতি সর্গঃ।"

"The rebuking of Krishna" according to Mr. Edwin Arnold.

নবম সর্গ।

ইহার অন্তরে পুনর্ব্বার সেই সখী।
রহস্থলে যাইয়া দেখে রাধা চন্দ্রমুখী॥
মন্মথবাণে কত জর জর হইয়া।
কাতর অন্তর অতি রস না পাইয়া॥
তাথে হয় অতিশয় বিষণ্ণ বদন।
হরির চরিত চিন্তা করে অনুক্ষণ॥
কলহ করিতে দূরে বাস কৈল যাইয়া।
মানিনী হইল কোপে বিষণ্ণ হইয়া॥
হেনকালে নিকটে আসিয়া প্রিয় দূতী।
বুঝাইয়া কহেন কিছু রাধিকার প্রতি॥

গীত।

রাগিণী গুর্জরী—তাল যতি।

হে মাধবে না কর মান।

হইয়া মানিনী আপনা আপনি দগদহ কেনে[১] প্রাণ॥
মৃদু বায়[২] বয় এমতি সময় হরি কৈল অভিসার।
ইহার অধিক অপর কি সুখ ভবনে আছয়ে আর॥
জিনি তালফল অতি গুরুতর পড়িল অচির দিনে।
পরশে সরস এ কুচকলস বিফল করহ কেনে॥

---

(১) দগ্ধ কর কেন।
(২) বায়ু।

বিষাদিত মনে কেনে অকারণে কান্দিছ বিকল হইয়া।
তোমার সঙ্গতি সকল যুবতী হাসিছে নিকটে রহিয়া॥
কমলের দল তাথে দিয়া জল কেনে থাক তাতে শুইয়া।
নয়ন যুগল করহ সফল হরিকে দেখহ চাইয়া॥
পুনঃ পুন মনে দুঃখ কর কেনে হেন না করিহ আর।
মনের বাঞ্ছিত শুনিতে অমৃত বচন শুনহ মোর॥
নিকটে তোমারি আসুন সে হরি বলুন সুমধুর কথা।
আপন হৃদয় দুঃখ অতিশয় কি কারণে কর বৃথা॥
কথা এই মত বলেছি বহুত এখন কহি যে তোরে।
সে শ্যামনাগর বড়ই সুন্দর না ছাড়িহ সখি তাঁরে॥
জয়দেববাণী শুন ঠাকুরাণি এমত উচিত নয়।
মান দূর কর ভজ গিরিধর যদি তুয়া মনে লয়॥

পুনঃ পুনর্ব্বার রাধা বিরহে তোমার।
যতেক যুবতী সব তোমার অন্তর॥
অতি স্নিগ্ধ কৃষ্ণ যিনি ক্রূর তুমি অতি।
প্রণত কৃষ্ণের প্রতি স্তব্ধ তুল্যে রতি॥
অনুরক্ত জনে দ্বেষ করিছ যে হইতে।
সমুখ কৃষ্ণের প্রতি বিমুখ যে মতে॥
শুন রাধে সেই তোর বটে উপযুক্ত।
তোরে সব বিপরীত বলি শুন বেক্ত(১)॥
শীতল চন্দন তোর প্রতি যেন বিষ।
চন্দ্রের কিরণ তোরে রবির সদৃশ॥

(১) ব্যক্ত।

তোরে হিম অগ্নি সম করয়ে দাহন।
রতি জন্য হর্ষ তোরে বহুত বেদন॥
দেখিয়া তোমার সেই সকল চরিত।
জানিল তোমাতে সেই কার্য্য বিপরীত॥(১)

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে কলহান্তরিতাবর্ণনে প্রাকৃত-ভাষায়াং মন্দমুকুন্দো নাম নবমঃ সর্গঃ॥(২)

---

(১) সর্গসমাপ্তিকালে জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বর্ননা করিয়া যে শ্লোক লিখিয়াছেন সেই শ্লোকটী আমাদিগের অনুবাদক পরিত্যাগ করাতে আমরা নিম্নে তাহার ভাবার্থ প্রকটন করিলাম।

"প্রণামকালে ইন্দ্রাদিদেবগণের মস্তকস্থিত মুকুটের নীলমণির প্রভায় যাহার শোভা বর্দ্ধিত হয়, এবং যাহা হইতে মকরন্দের ন্যায় মন্দাকিনী প্রবাহিতা হইতেছে, শ্রীগোবিন্দের সেই স্নিগ্ধ পদারবিন্দ অশুভ নাশার্থে বন্দনা করিতেছি।"

(২) বালবোধনীটীকাকার এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"শ্রীরাধিকামানোপশমনচিন্তয়া মন্দঃ কুণ্ঠিতক্রিয়ো মুকুন্দো যত্র স ইতি সর্গঃ।"

আর্ণল্ড সাহেবকৃত গীতগোবিন্দের ইংরাজী অনুবাদে এই সর্গ "মুগ্ধ-মুকুন্দো" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তিনি ইংরাজীতে ইহার "The end of Krishna's Trial" এই নাম দিয়াছেন।

দশম সর্গ।

ইহার অন্তরে সেই রাধিকা সুন্দরী।
অতি স্নিগ্ধ বেশেতে নিবিষ্ট চিত্ত করি॥
বড়ই নিঃশ্বাসে মুখ হয়েছে পাণ্ডুর।
কৃষ্ণদরশন লাগি বড়ই কাতর॥
কামশরে অতিশয় পাইয়া যাতনা।
মনে মনে এই সব করেন ভাবনা॥
পুনঃ পুন নিজ সখী পাঠাইল হরি।
না শুনিলঁ[১] তার কথা অহঙ্কার করি॥
তাহাতে কৃষ্ণের মনে হইয়াছে দুঃখ।
আপনার গুণে[২] কৃষ্ণ হইলা বিমুখ॥
এবে কি করিব এই মনেতে করিয়া।
সখীমুখ চায় কিছু লজ্জিত হইয়া॥
হেন রাধা দেখে কৃষ্ণ পাইল বড় সুখ।
ক্রোধত্যাগ জানিল প্রসন্ন দেখে মুখ॥
রাধার মনের ভাব করি অভিপ্রায়।
নিশামুখে নিকটেতে আইলা ত্বরায়॥
আসিয়া আনন্দে কৃষ্ণ গদগদ স্বরে।
এ সব মনের কথা বলেন রাধারেঁ॥

---

(১) শুনিলাম।
(২) শ্লেষার্থে, অর্থাৎ দোষে।

গীত।

রাগিণী দেশীয় বরাড়ী—তাল অষ্টতালী।

শুনহে সুশীল প্রিয়ে তেজ অকারণে মোরে মান।

মদন আগুনি হেন দহে মন অনুক্ষণ
দেহ মুখপদ্মমধুপান॥ ধ্রু॥

কিছু যদি বল কান্তে জ্যোৎস্নার সদৃশ দন্তে
নাশ করে ভয় অন্ধকারে(১)।

অধরঅমৃত হইতে তোমার বদনচন্দ্রে
লোভী করে নয়নচকোরে॥

আমাতে নাহিক দোষ তভু যদি কর রোষ
হানত নয়নখরবাণে।

বান্ধ ভুজযুগপাশে দশনে দংশহ রোষে
কামবাণ লোচন মোচনে॥

তুমি সে জীবন ধন তুমি মোর আভরণ
তুমি রত্ন এ ভবসাগরে।

তুমি প্রাণ সমতুল হও মোরে অনুকুল
এই যত আমার অন্তরে॥

নীলকমলের আভা তোর নয়নের শোভা
কেন মোরে রাঙ্গা উতপল।

যদি হেন কৃষ্ণ অঙ্গ কামভাবে করে রঙ্গ
তবে তার যোগ্য হয় ফল॥

স্তনের উপর কার বিচলিত মণিহার
তাথে হায় হৃদয় রঞ্জন।

---

(১) ভয়রূপ অন্ধকার। "দরতিমিরমতিঘোরং"।

নিবিড় জঘনে ঘন থাকিয়া কিঙ্কিণীগণ
কামআজ্ঞা করুক ঘোষণ ॥
স্থলকমলের দল জিনি অতি সুশীতল
রতিরঙ্গে বড় শোভা পায়।
হৃদয়রঞ্জন মোর হেন পদযুগ তোর
বল রঙ্গ করি আর তায় ॥
তুয়া পদকিসলয় কামবিষ করে জয়
ভূষা তুল্য দেহ মোর মাথে ।(১)

---

(১) "স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং" —। জয়দেব এই পর্য্যন্ত লিখিয়া "দেহিপদপল্লবমুদারং" এই বক্রী অংশটী লিখিতে সাহসী হন নাই। জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত, তিনি কিরূপে তাঁহার মুখ হইতে এই অসম কথাগুলি বলাইবেন। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া পুঁথি বন্ধ করিয়া স্নানার্থ গমন করিলেন। ইতিমধ্যে ভক্তির দাস শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবরূপে উপস্থিত হইয়া জয়দেবপত্নী পদ্মাবতীর প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিয়া স্বহস্তে "দেহিপদপল্লবমুদারং" এই পদটী পুঁথিতে লিখিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। জয়দেব স্নানান্তে প্রত্যাগত হইয়া পদ্মাবতীকে অগ্রে ভোজন করিতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং পত্নীর মুখে শ্রবণ করিয়া এবং নিজের পুঁথি খুলিয়া বুঝিতে পারিলেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়া লিখিয়াছেন। তখন তিনি আনন্দে মত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ভোজনাবশিষ্ট যে অন্ন ছিল এবং যাহা পদ্মাবতী ভোজন করিতেছিলেন সেই অন্ন লইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন।

গীতগোবিন্দের অনুবাদক রসময় দাসও মঙ্গলাচরণে এই প্রবাদটী বিবৃত করিয়াছেন, কিন্তু সচরাচর বাজারে যে গীতগোবিন্দ মুদ্রিত পাওয়া যায় তাহাতে ঐ অংশটী পরিত্যক্ত হইয়াছে, আমরা আমাদিগের গৃহস্থিত হস্তলিপি হইতে সেই অংশটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"এই কাব্যে একপদ লিখিতে না পারি।
জয়দেব গোসাঞি মনে শঙ্কা আচরি ॥
বিচার করিয়া গেলা স্নান করিবারে।
জয়দেব রূপে কৃষ্ণ আইলা তাঁর ঘরে ॥
পদ্মাবতীর পাক অন্ন ভোজন করিয়া।
আপনে লিখিলা গ্রন্থ শ্রীহস্তে ধরিয়া ॥

জ্বলিছে আমাতে কত কামানল সূর্য্য মত
সে সকল সাম্য হউ তাথে ॥
বিচার না করে মনে দুঃখ দেহ দীন জনে
বিচারে না পাবে মোর দোষ।
জয়দেব কবি বলে মানময়ি আর ছলে[১]
গিরিধরে না করিহ রোষ ॥

প্রিয়াকে কহেন কৃষ্ণচন্দ্র পুনর্ব্বার।
সুশীতল হয়্যা কেন কোপের সঞ্চার ॥
মনে কর অন্য যুবতীর সঙ্গে রতি।
আমাতে সে শঙ্কা প্রিয়ে তেজহ সম্প্রতি ॥
তোমার নিবিড় স্তন নিবিড় জঘন।
তাহাতে সতত মোর হরিল চেতন ॥
কেবল সে কামদেব আমার অন্তরে।
প্রবেশ করেছে যাইয়া হৃদয় দুয়ারে ॥
অনঙ্গ হইতে অন্য কার নাহি গতি।
প্রবেশ প্রকাশে এই অঙ্গে আছে কতি ॥
শুন শুন প্রণয়িনি রতির আরম্ভে।
যে করিতে হয় সেই কর অবিলম্বে ॥
যদ্যপি তোমার বাক্যে না হয় প্রতীত।
তবে মোরে দণ্ড কর ইহার উচিত ॥

দেখি জয়দেব অতি আনন্দ অপার।
ইহাতে জানিয়ে দোঁহে নিত্য পরিষার ॥"

---

(১) "মানময়ি আর ছলে" এই অংশটী আমাদিগের নিজ কৃত। হস্তলিপির ঐ স্থল বুঝিতে পারি নাই।

শুন মুগ্ধে মোর প্রতি আছে তোর ক্রোধ।
দয়া করি দূর কর মনের বিরোধ॥
নির্দয় হইয়া দন্তে করহ দংশন।
মোর অঙ্গ ভুজলতায় করহ বন্ধন॥
কঠোর যুগলস্তনে করিয়া পীড়ন।
পুনঃ পুন নিজ কোপ কর সম্বরণ॥
অতি দুষ্ট কামদেব চণ্ডাল সমান।
কালরূপী চোখ চোখ বিন্ধে পঞ্চবাণ॥
সেই বাণ পড়ে প্রাণ যেন নাহি যায়।(১)
কোপ তেজি কর রাধে তাহার উপায়॥
কাণ্ড দেখে চঞ্চল হয়েছে মোর প্রাণ।
তুমি সে এ সব দুঃখ করহ মোচন॥
কোপযুত তুমি কিবা হও একবার।
না হইত ভুরুযুগ বঙ্কিম তোমার॥
সেই ভুরু কালসর্পাকৃতি ভয়ঙ্কর।
আমা হেন যুবাজন মোহে নিরন্তর॥
সেই কাল দুষ্ট ভয় ভাঙ্গিবার যন্ত্র।
তোমার অধরসুধা সেই সিদ্ধমন্ত্র॥
শুনহ সুন্দরি কহি তোমারে যে কথা।
মৌন করি মনঃ কথা কেনে দেহ বেথা॥
হাসি হাসি কোমল বচন কহো মোরে।
তাথে হইতে বিরহ যাতনা যাক দূরে॥

(১) চণ্ডাল হস্তে যেন মৃত্যু না হয় ইতি ভাবার্থ।

মোরে তুষ্ট করি কর মধুর আলাপ।
কৃপাদৃষ্টি করি দূর করহ সন্তাপ॥
বিমুখ হয়্যাছ কেনে হইয়া সুমুখী।
আমারে না ছাড় প্রিয়ে কর মোরে সুখী॥
আমি স্নিগ্ধ প্রিয় তোর আপনে উপস্থিত।
স্বজনেরে পরিত্যাগ না হয় উচিত॥
যদি ত্যাগ কর এই অনুরক্ত জনে।
তোমা সম মূঢ় তবে নাহি জগজনে॥
বড় অদভুত রাধে দেখি যে তোমাতে।
বিবরণ করে বলি তোমার সাক্ষাতে॥
কিবা পঞ্চ শর এই মদনের বাণ।
তোমার বদনে বিধি কৈল নিরমাণ॥
বান্ধুলির ফুল জিনি সুরঙ্গ অধর।
মৌলফুল জিনি গণ্ড স্নিগ্ধ নিরন্তর॥
নীল উতপল জিনি নয়ানপ্রকাশা।
কুন্দ জিনি দন্ত তিলফুল জিনি নাসা॥
যে মুখ শিরীষপুষ্প নিন্দিয়া তোমার।
সেই বাণে কাম বিশ্বজয়ী যারে বার॥
আর এক অদভুত হেরি যে তোমার।
ক্ষীণ হয়্যা এত বল বড় চমৎকার॥
বড় মদালশা তোর এ দুই নয়ন।
বদন এমন ইন্দুমতি বিলক্ষণ॥
তোমা গতি সকল লোকের মনোরমা।
কলাবতী তোর রতি অতি অনুপামা॥

কিবা ধরিয়াছে রম্ভা তোর দুই উরু।
বড়ই সুন্দর চিত্রলেখা দুই ভুরু ॥
শুন ধনি ক্ষীণ হয়্যা এত তোর বল।
অঙ্গেতে বহিছ দেবযুবতী সকল(১) ॥
এ বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিতে বিচিত্র।
পৃথিবীতে এসে তোর দারুণ চরিত্র ॥(২)

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে মানিনীবর্ণনে চতুর-
চতুর্ভুজো নাম দশমঃ সর্গঃ ॥(৩)

---

(১) অর্থাৎ তোমার নয়নদ্বয়ে মদালসা, তোমার বদনে ইন্দুসন্দীপনী, তোমার গতিতে মনোরমা, তোমার উরুদ্বয়ে রম্ভা, তোমার রতিতে কলাবতী, এবং তোমার ভ্রূযুগে চিত্রলেখা অবস্থিতি করিতেছেন। বালবোধনীটীকাকার এই স্থলের মূল শ্লোক দ্ব্যর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

(২) সর্গসমাপ্তিকালে অনুবাদককর্ত্তৃক পরিত্যক্ত আশীর্ব্বাদসূচক শ্লোকের ভাবার্থ নিম্নে প্রকটিত হইল।

"রণে কুবলয়াপীড় নামে হস্তীর কুম্ভদর্শনে রাধিকার পীনপয়োধর স্মরণ করিয়া যিনি কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত হইলে কংস জয়শব্দ ঘোষণা করিলেন, পরে সেই হস্তীকে রণে নিহত করিয়া যিনি কংসের কোলাহলপীড়া বর্দ্ধিত করিলেন, সেই হরি তোমাদিগের প্রীতি বিস্তার করুন।"

(৩) কোন কোন গ্রন্থে এই সর্গ "মুগ্ধমাধবো" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। "Krishna in Paradise" according to Mr. Edwin Arnold.

একাদশ সর্গ।

এক দিন বেশ করে সেই হৃষীকেশ।
কুঞ্জবন মাঝে আসি করিলা প্রবেশ॥
এই কুঞ্জে প্রবেশ করিয়া ব্রজরাজে।
পুনরপি দূতী যাত্রা কৈল তাঁর কাযে॥
দৃষ্টিলোপ অন্ধকারে প্রথম রাত্রিতে।
হেন কালে দূতী গেলা রাধার সাক্ষাতে॥
বহুত দিবস হইতে করিয়া বিনতি।
রাধিকাকে সন্তুষ্ট করিল সেই দূতী॥
অঙ্গে অঙ্গে পরে রাধা নানা আভরণ।
কৃষ্ণের অপ্রাপ্তিদুঃখ হইল তেয়াগণ॥
অতি আনন্দিতমতি রতিঅভিলাষে।
সখিসনে থাকে বনে হাসপরিহাসে॥
হেনই সময়ে সখী কহেন রাধারে।
কৃষ্ণের নিকটে অভিসার করিবারে॥

গীত।

রাগ বসন্ত—তাল যতি।

চল চল চল হরি সন্নিধানে॥ ধ্রু॥
কাতর বচনে হরি বহুত বিনতি করি
পদযুগে করয়ে প্রণতি।

বঞ্জুল(১) কুঞ্জের মাঝে নিরমিত কেলিশিযে(২)
সংপ্রতি করিল অবস্থিতি ॥
নিবিড় জঘনভর কুচ তোর গুরুতর
ধীরে ধীরে করহ বিজয়(৩)।
চরণ যুগল'পর মণিময় নূপুর
কর হংসগতি পরাজয় ॥
মোহএত ধ্বনি সব মধুর কুঞ্জের রব
শুনিয়া করহ প্রীতি পিকে।
অনিবার্য্য মোর বাণ ভজ কান্ত তেজ মান
কামাজ্ঞা বুঝহ পিকমুখে ॥
বাউতে চঞ্চলপাত তাহাকে করিয়া হাথ
কুঞ্জের এ সব লতাগণ।
হেন বুঝি গতায়াতে ডাকিছে তোমাকে নিতে
তেজ সখি বিলম্বগমন ॥
মদনতরঙ্গ হইতে কুচকুম্ভ হইয়া তাথে
স্বচায় রমণ হরি সাথে।
কুচকুম্ভ আপনার তাথে সুধাও সারোদ্ধার
জলধার সম হার যাথে ॥
রতিরণসজ্জারঙ্গে কর নিজ সখি সঙ্গে
তুমি পরাধীন রতিরণে।
কিঙ্কিণী ডিণ্ডিমবাদ্য বাজাইয়া চল সদ্য
তেজি লাজ সাজ এই ক্ষণে ॥

---

(১) অশোক বৃক্ষ। (২) শয্যাতে।
(৩) গমন।

ধরিয়া সখির হাথে　　　　লীলায় চলহ তাথে
লয়্যা পাঁচ নখে কামবাণ।
বলয়ের ধ্বনি করি　　　　আহ্বান করিয়া হরি
বনে মাগে সেই তোমার স্থান॥
রাজার নন্দিনী হয়্যা　　　　সখিসেনাগণ লয়্যা
বনেতে কাতর অপযশ।
কবি জয়দেব কয়　　　　যাইয়া কর রণজয়
দেখ গিরিধরের সাহস॥

সেই সখী বুঝা'য়া বলেন পুনর্ব্বার।
কৃষ্ণের বিশিষ্ট গুণ যত আছে আর॥
শুন সখি উৎকণ্ঠা হইয়া সেই হরি।
চিন্তাকুল হয়্যা বলে তোরে নমস্করি॥
সেই রাধা নিকটে আসিয়া আমা দেখে।
দেখিয়া মদনকথা বলে নানা সুখে॥
প্রলাপ করিয়া মোরে করে আলিঙ্গন।
অতি প্রীতে মোর সঙ্গে করয়ে রমণ॥
তমালের বনমাঝে অতি অন্ধকারে।
নিকুঞ্জে বসিয়া সেই রহে তোর তরে॥
আকুল হইয়া হরি এসব চিন্তাতে।
নিরন্তর তোমারে দেখয়ে চারিভিতে॥
দেখে পুলকিত হয় দেখে আনন্দিত।
পুনর্ব্বার অবসন্ন হয় আচম্বিত॥
রাধা এল বলে উঠে করয়ে গমন।
তোমা না দেখিয়া মূর্চ্ছা হয় ঘন ঘন॥

অতএব গমন করিতে কর মতি।
যাত্রা করিবার যোগ্য এই ভাল রাতি॥
অন্ধকারে যা'তে বেশ করহ উচিত।
কাল কাল অলঙ্কারে হও বিভূষিত॥
দুই চক্ষুঃ অঞ্জনেতে করহ রঞ্জন।
শ্রবণে তমালগুচ্ছ কর নিয়োজন॥
নীলনলিনীরমালা লয়্যা নিজ শিরে।
কস্তূরীর পত্র লহ কুচের উপরে॥
শুন সখি সর্ব্বব্যাপী এই অন্ধকার।
প্রতি অঙ্গ আলিঙ্গন করয়ে প্রিয়ার॥
নীলবর্ণ নিচোল সদৃশ সে(১) সুন্দর।
প্রিয়স্থানে যেতে সে সুখদ নিরন্তর॥
যে ধূর্ত্ত সকল করে নারীকে বঞ্চন।
অভিসার করিতে সত্বর যার মন॥
তার প্রতি সুখদাতা এই অন্ধকার।
কার ঠাঞি কদাচিত কর অভিসার॥
অতএব কুঞ্জে যেতে না কর বিলম্ব।
কৃষ্ণস্থানে গমন করহ তেজ দম্ভ॥
এ কথা শুনিয়া রাধা করে অভিসার।
তাথে কিবা হইল শোভা ঘন অন্ধকার॥
মঞ্জরী সহিত তমালের দলচয়।
তাথে হৈতে নীলবর্ণ অন্ধকার হয়॥

---

(১) অর্থাৎ অন্ধকার।

আর দেখ কুঙ্কুম সদৃশ গৌর অঙ্গ।
হেন অভিসারিকা নায়িকা হেন রঙ্গ ॥
তার দেহাশ্রয় হেমরেখা প্রায় হয়্যা।
সেই অন্ধকারে পুন মিলিল আসিয়া ॥
যেন সোনা কসিবারে কৃষ্ণবর্ণ শিলা।
তাথে হেমরেখা প্রায় বিস্তার হইলা ॥
অভিসার করে রাধা এমত প্রকারে।
সখিগণ সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ অনুসারে ॥
আনন্দে মগন হয়্যা নাচে উর্দ্ধমুখে।
কুঞ্জের দুয়ারে গেল মনের কৌতুকে ॥
তাথে অলি করে কেলি হইয়া মধুলোভা।
রাধার গমনে দ্বার কিবা হইল শোভা ॥
হারের মধ্যেতে আছে মণিগণ যত।
কাঁচলির হেমডোরে মণি আছে কত ॥
কনকনূপুর সেহো মণিতে রচিত।
করের কঙ্কণ মণিগণেতে জড়িত ॥
এসব অঙ্গের ছটা তাহার ছটায়।
করয়ে বহুত দীপ্তি দিনকর প্রায় ॥
এমন সুন্দর এই নিকুঞ্জভবন।
তাহাতে আছেন কৃষ্ণ মদনমোহন ॥
তাঁর দ্বারে যাইয়া সেই বৃকভানুসুতা।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখে বড় হইলা লজ্জিতা ॥
ইহার মধ্যেতে রাধিকার প্রিয়সখী।
যেই প্রিয় কথা কহে লজ্জাযুত দেখি ॥

গীত।

রাগিণী বরাড়ী—তাল রূপক।

এই কুঞ্জে করহ বিলাস।
প্রবেশ করহ রাধে মাধবের পাশ॥
সুন্দর নিকুঞ্জতলে যেই কেলিবাসে।
হাস্যমুখ হব তোর রতির রভসে॥
এই শয্যা কৈল নব অশোকের দলে।
তরল করহ হার কুচকুম্ভস্থলে॥
কুসুমে রচিত কৈল যেই বাসগেহ।
কুসুম হইতে তোর সুকুমার দেহ॥
সুশীতল মলয়পবন বহে যাথে।
রতিযুত সুললিত গান কর তাথে॥
এ ঘর নিবিড় বহু নবলতাদলে।
যাইয়া হেন নিজ জঙ্ঘা করহ সফলে॥
যেই কুঞ্জে মধু খাইয়া গান করে অলি।
কামসার রসবতি কর যাইয়া কেলী॥
পিকুগণ(১) সুমধুর করয়ে নিনাদ।
দাড়িম্বদশনা ধনি ঘুচাহ বিষাদ॥
লাজ তেজি মিলন করহ কুঞ্জঘরে।
জয়দেব কহে তুষ্ট কর গিরিধরে॥
ইহার অন্তরে সখী রাধার সম্মুখে।
রাধাকে প্রসন্ন দেখি কহেন কৌতুকে॥

---

(১) পিকগণ॥

তোর উচ্চ কুচ আর নিতম্ব গুরুতর।
এই ভার হেতু তোর গমন মন্থর॥
হেন তোর অঙ্গ কৃষ্ণ বহুদিন হইতে।
হৃদয়ে বহিতে বড় শ্রান্ত হইল তাথে॥
কন্দর্প হইতে পুন বড়ই তাপিত।
বহু শ্রমে এই তাপে হইলা পিপাসিত॥
অমৃতে পুরিত রাধে তোর বিম্বাধর।
পান করিবারে ইচ্ছা যায় দামোদর॥
তস্মাৎ কৃষ্ণের বক্ষে করহ শোভন।
হসিতে অমৃত দিয়া সুখী কর মন॥
যদি বল অভিপ্রায় না জানি ইহার।
কেমনে কৃষ্ণের কোলে প্রবেশ আমার॥
এই সব সঙ্কোচ করহ যবে মনে।
সমাধা করি যে তার শুন সাবধানে॥
তোর ভুরু আক্ষেপণ সেই মহাধন।
তাথে কেনা দাস তুল্য করেছ সে জন॥
নিত্য তোমার পাদপদ্ম করয়ে সেবন।
হেন কেনা জনেতে সম্ভ্রম অকারণ॥
এসব সখির কথা শুনে সেই রাধা।
উচ্ছলিল চিত্ত তার মনে গেল বাধা॥
সাধ্বস সহিত চিত্ত আনন্দিত হইয়া।
চরণেতে মণিময় নুপুর পরিয়া॥
গোবিন্দদর্শন লাগি তরল লোচন।
প্রবেশ করিল রাধা নিকুঞ্জভবন॥

গীত।

রাগিণী বরাড়ী—তাল যতি।

শ্রীরাধা নিরখত হরিরূপ শোভা।

হরষিতবদন মদন করি মানস রাধারতিরসলোভা॥ ধ্রু॥
নিরখিতে বৃকভানুসুতামুখ বিকসিত হইল অনঙ্গ।
যেন বিধুমণ্ডল দেখি পয়োনিধি বাঢ়ল তুঙ্গ তরঙ্গ॥
অতি লম্বিত নিরমল মুকুতাফল হার উপর উর মাঝে।
যেন যমুনা জল উপর সুললিত স্ফুটতর ফেণ বিরাজে॥
শ্যামলবরণকলেবর কোমল পীতবসন কটিদেশে।
যেন নীলললিন মূল কৈল বন্ধন পীতপরাগ অশেষে॥
তরল কটাক্ষ মনোহর খঞ্জন অরুণবরণ রতিরাগে।
যেন স্ফুট কমলে দুই খঞ্জন শরদি সরোবর ভাগে॥
মুখকমলের কিবা পরকাশ রবিসম কুণ্ডলশোভা।
ঈষত হাসি অধর করি উলসিত রাধারতিরসলোভা॥
জলধর মাঝে উদয় শশীকিরণ তেন ফুল কুন্তলজালে।
তিমির হইতে কি উঠিল শশীমণ্ডল চন্দনতিলক কপালে॥
অতি পুলকে তনু কণ্টক সাদৃশ আতুর রতিরণকাজে।
মণিগণকিরণ হইতে অতি উজ্জ্বল ভূষণ সুন্দর সাজে॥
শ্রীজয়দেবভণিত শুন সুন্দরি তেজহ সাধ্বসলাজে।
গিরিধর সহিত হরিযে কর রতিরস কুঞ্জনিকেতন মাঝে॥

ইদানী সে প্রিয়তম দর্শনসময়ে।
রাধার নয়নে কত হর্ষে অশ্রু বহে॥
দুই নয়নের অন্ত হৈতে ডেঙাইয়া।
কর্ণপথ পর্য্যন্ত গমন করিয়া॥

গমনের প্রয়াস হইতে অশ্রু যত।
বড়ই তরল হয়্যা পড়ে তার মত॥
ঘর্ম্মজল পড়ে যেন শ্রমের কারণে।
হর্ষজল পড়ে তেন কৃষ্ণদরশনে॥
সেই রাসগৃহে কৃষ্ণ কুসুমশয্যাতে।
রতিরস আশে বাস করেছে তাহাতে॥
সেই শয্যা নিকটে রাধার অভিসার।
প্রিয়মুখ দরশন করে বার বার॥
রাধার সঙ্গেতে আছিল প্রিয় সখী।
কৌতুকেতে রাধা লয়্যা সভে হাস্যমুখী॥
কর্ণকণ্ডূ ছলে হাস্য করি নিবারণ।
ঘরে হৈতে বাহির হইলা সখিগণ॥
হৃষ্ট হয়্যা একা রাধা থাকে কুঞ্জঘরে।
এক দৃষ্টে কৃষ্ণমুখ নিরীক্ষণ করে॥
নয়ানকটাক্ষবাণ করে আরোপণ।
এমন সুন্দর সেই কৃষ্ণের বদন॥
দেখে সেই মুখ করি রতিরণসজ্জা।
লজ্জাযুত রাধিকার দূর গেল লজ্জা॥(১)

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে প্রাকৃতভাষায়াং সানন্দ-
গোবিন্দো নাম একাদশঃ সর্গঃ॥(২)

---

(১) সর্গসমাপ্তিকালে পরিত্যক্ত শ্লোকের ভাবার্থ এই—
"যে ভুজদণ্ড কুবলয়াপীড়নাম হস্তীর শোণিতে সিন্দুররঞ্জিত বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং যাহা দর্শনে বোধ হয় যেন জয়শ্রী স্বয়ং মন্দারকুসুম বিন্যস্ত করিয়া অর্চ্চনা করিয়াছেন, মুরহর শ্রীকৃষ্ণের সেই ভুজদণ্ড জয়যুক্ত হউক।"

(২) "The union of Radha and Krishna" according to Mr. Arnold.

দ্বাদশ সর্গ।

সখিগণ গেলে রাধা মন্দলজ্জা হয়।
নির্ভয় কামের শরে রসের উদয়॥
সেই অভিপ্রায় হয় মন্দ মন্দ হাস।
তাহাতে হইল স্ফুট অধরউল্লাস॥
নবীন পল্লবশয্যা হয়্যাছে বিস্তার।
অর্পিত করেন দৃষ্টি তাথে পুনর্ব্বার॥
হেন রাধিকাকে দেখে সরসমানস।
তাহাকে কহেন কৃষ্ণ বচন সরস॥

গীত।

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

রাধা এক তিল ভজ মোরে।
আমি নারায়ণ(১) শরণ লইনু তোর॥ ধ্রু॥
নবীন পল্লবে করাহ প্রবেশ ও পদকমলদ্বয়।
তোমার পায়ের অরি কিশলয়(২) যেন পরাভব হয়(৩)॥
করসরসিজে পূজি ত্তয়া পদ তোমারে আনিল দ্বারে।
শয্যার উপরে নূপুর সদৃশ তিল আধ কর মোরে॥

---

(১) শ্লেষার্থে। নারীনাং সমূহঃ নারঃ তেষাং অয়ণং আশ্রয়ং। অনেক নারীর আশ্রয় আমি তোমার শরণ লইলাম ইতি ভাব।
(২) পল্লব।
(৩) যেন তোমার পদবৈরি পল্লব পরাভব প্রাপ্ত হয়।

মুখচন্দ্র হইতে কথা সুধাসম বল হয়্যা অনুকুল।
স্তন উপরের ঘুচাই বসন বিরহের সমতুল[১] ॥
মোর রতিরসে যেন পুলকিত দুর্ল্লভ ও পয়োধর।
মোর উরে রাখ সে কুচকলশ কামতাপ দূর কর ॥
বাঁচাও অধরসুধারস দিয়া মৃত সম এই দাসে।
বিরহআগুনে দহে মোর তনু মন গেল তোর পাশে ॥
পিকুশব্দে মোর শ্রবণ বিকল তাথে কর কণ্ঠনাদ।
শুন শশিমুখি বাজায়্যা কিঙ্কিণী দূর কর অবসাদ ॥
আমাকে দেখিতে তোমার নয়ন মুদিত হইছে লাজে।
মিছা কোপ করি হয়্যাছ বিকল তেজ দুঃখ রতিকাযে ॥
জয়দেব কহে শুনহ সুন্দরি তোর কুচ অনুপাম।
করে ধরি হরি করুন উজ্জ্বল গিরিধর নিজ নাম ॥

এই রতি আরম্ভের মধ্যে বিঘ্ন যত।
উত্তরে উত্তরে ক্রীড়া বৃদ্ধি হয় কত ॥
যদি বল কিসে হৈতে কোন্ বিঘ্ন হয়।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে বলি শুনহ নিশ্চয় ॥
প্রথমে যে করিতে নিবিড় আলিঙ্গন।
পুলকঅঙ্কুর তাথে সেই বিঘ্ন হন ॥
যে ক্রীড়ারসের অভিপ্রায় বিলোকন।
তাথে সেই নয়ানে নিমিষ ঘনে ঘন ॥
যে অধর সুধাপানে কথা বিচলিত।
সেই কামলতাতে আনন্দ হয় চিত ॥

---

(১) "বিরহমিবাপনয়ামি পয়োধররোধকমুরসি দুকূলং"। পয়োধরের রোধক বক্ষঃস্থলের বস্ত্র বিরহের তুল্য অপনয়ন করি।

এই যাথে যাথে বিঘ্ন হইল প্রকাশ।
সেই সেই বিঘ্ন হইতে পরম উল্লাস॥
ক্রীড়াতে বহুত প্রেম বিলাস বহুত।
বিঘ্ন হৈতে জন্মাইল এই অদ্ভুত॥
ন কেবল সেই বিঘ্নে বন্ধনাদি হয়।
নানা ক্রীড়া বিশেষের(১) করয়ে সঞ্চয়॥
কুচযুগে পীড়া পাইয়া রাধা যায় হাথে।
অধর করয়ে ক্ষত দশনআঘাতে॥
নখাঘাতে সকল শরীর হয় ক্ষত।
নিতম্বদেশেতে করে পুনঃপুনঃ হত॥
কেশ আকর্ষিয়া দেহ করয়ে লম্বিত।
অধরঅমৃত দিয়া করয়ে মোহিত॥
হেন অবস্থাতে কান্ত কোন তৃপ্তি পাইল।
নিজ অঙ্গে পীড়া তেঞি কিবা সুখ হইল॥
এই বড় আশ্চর্য্য শুনিতে চমৎকার।
কন্দর্পের বাঁকা গতি বুঝিলাম সার(২)॥
রতিকেলী মহাযুদ্ধ তাহার প্রথমে।
কান্তজয় নিমিত্ত রাধিকা সংভ্রমে॥
কৃষ্ণের উপরে কৈল ভর্ত্তৃত্ব রাধিকা।
সেই হেতু নাম তার স্বাধীনভর্ত্তৃকা॥
নিজ অঙ্গভূষা হেতু বাঞ্ছা করে মনে।
রতিশ্রান্ত কান্ত'প্রতি বলেন বচনে॥

---

(১) বপুর, দেহের।
(২) এই চরণটী আমাদিগের নিজকৃত। আদর্শপুস্তিকায় ছাড় আছে।

গীত।

রাগিণী রামকিরী—তাল যতি।

রাধা সরস জানিয়া নিজ পতি।
আনন্দ বাঢ়া'য়া কত রতি করে নন্দসুত
সেই কালে বলে তাঁর প্রতি ॥ ধ্রু ॥
শ্রীযদুনন্দন শুন চন্দন হইতে দুন
শীতল তোমার দুই হাথে।
মোর দুই কুচতট কামের মঙ্গলঘট
মৃগমদপত্র দেহ তাথে ॥
অলিকুল জিনে কাল কজ্জল উজ্জ্বল ভাল
গড়েছে ও অধরচুম্বনে।
সুন্দর করিয়া সেই উজ্জ্বল করহ এই
কামবাণ লোচনমোচনে ॥
কুরঙ্গ সদৃশ নেত্র তার দরশনের ক্ষেত্র
এই মোর স্তনমণ্ডল।
তাহাতে পরাহ আসি মদনের দুটী ফাঁসি
মণিময় মকর কুণ্ডল ॥
কমল জিনিয়া মুখে তার উপর সম্মুখে
অলঙ্কার করহ সাজন।
যেমন ভ্রমরগণ তাথে কর বিরচন
যেন সুখে হাসে সখিগণ ॥
আমার ললাটশশী বড়ই শোভার রাশি
ঘুচাহ ইহার শ্রমজল।

কস্তূরীতিলকপঙ্ক দিয়া কর সকলঙ্ক
মনোরথ করহ সফল॥
আমার রুচির কেশ তার কর নানা বেশ
মদনের ধ্বজের চামর।
এল্যান করিতে রতি ফুলহার দিয়া তথি
ময়ূরপুচ্ছ দেহ তদুপর॥
জঘন নিবিড়তর সরস সুমনোহর
কামকরিবরের কন্দর।
ইহাতে যতন করি পরাহ বসন হরি
আভরণ কিঙ্কিণী সুন্দর॥
জয়দেব বলে বাণী শুন রাধা ঠাকুরাণি
সীমা নাহি ভাগ্যের তোমার।
হইল বড় তোর যশ গিরিধরে করি বশ
ত্রিভুবনজন বশ যাঁর॥

বড় বশ হইলা কৃষ্ণ তাঁর প্রেমরসে।
পুনর্ব্বার বলে কৃষ্ণে সুমধুর ভাষে॥
মৃগমদপত্র দেহ মোর কুচস্থলে।
ভাল করে চিত্র কর আমার কপোলে॥
জঘনে ঘটাহ মোর কনককিঙ্কিণী।
মালাতে কেশের বেশ করহ আপনি॥
দুই করে পরাহ বলয়া দুই গুণ।
দুই পায়ে নূপুর করহ আরোপণ॥
রাধিকা বলিল যদি এ সব বচন।
শুনিয়া হইলা কৃষ্ণ আনন্দিত মন॥

ত্রিভুবনপতি অতি পীরিতের বশে।
হইলা অধীন রাধিকার প্রেমরসে॥
যেই থানে যে বেশ করিতে যে বলিল।
অতি প্রীতে পীতাম্বর সে বেশ করিল॥
ইহার অন্তরে জয়দেব বিলক্ষণ।
এ সব কৃষ্ণের লীলা করিয়া বর্ণন॥
দৈন্যভাবে আপনি বলেন মহামতি।
কৃষ্ণভক্ত রসিক উত্তমজ প্রতি॥
সংগীতশাস্ত্রেতে যে যে করিল বিধান।
স্বর গীত নানা ভেদ রাগ তাল মান॥
এ সকল গান্ধর্ব্ব গানেতে নিপুণতা।
এই যে হইল কিছু ইহাতে কবিতা॥
আর এক ভগবান কৃষ্ণের বিষয়ে।
লীলাঅনুসারে ধ্যান করিল নিশ্চয়ে॥
আর তাঁর ব্রজলীলা অতি প্রেমরসে।
শৃঙ্গার বর্ণন গ্রহ করিল বিশেষে॥
আমি যে পণ্ডিত জয়দেব নামে কবি।
কৃষ্ণে আত্ম সমর্পিয়া কৃষ্ণপদ সেবি॥
শ্রীগীতগোবিন্দ যে বর্ণিল এসব।
রাধামাধবের কেলীকলার বৈভব॥
মহাবুদ্ধি মন্ত্রে তেঁহো কৃষ্ণভক্তগণ।
আনন্দেতে এই সব করহ শোধন॥
কৃষ্ণভক্তিরসে চিত্ত সদাই মগন।
ভাল মন্দ বিচার করিতে বিচক্ষণ॥

শ্রীকৃষ্ণকথাতে তোমাদের সদা রতি।
হউক প্রগাঢ় রূপে এ মম মিনতি ॥(১)
রচনা করিল জয়দেব মহাশয়।
এই কাব্য শৃঙ্গারমোহনমন্ত্র হয় ॥
এ জগতে সেই মন্ত্র উদয় যাবত।
নিজ নিজ গুণ সভে তেজহ তাবত ॥
সুমধুর মধুর লীলা হইব তোমার।
শাকর(২) হইবে তুমি কাঁকর আকর ॥
স্বাদুমুখ্য ওহে দ্রাক্ষ কে তোমা দেখিব।
অমৃত তোমারে মৃত তাবত বলিব ॥
তুমি ক্ষীর নীর সম তাবত হইবে।
রসাল তাবত কাল ক্রন্দন করিবে ॥
নিরন্তর সুধাসম তুমি কান্তাধর।
যাওহে ধরণীতল তাবত সত্বর ॥
এই জয়দেবের কবিতা সর্ব্বসার।
ইহা হইতে মধুর কোথাও নাস্তি আর ॥
সুধাসম শ্রবণেতে খণ্ডে যত পাপ।
গানে মুগ্ধ ত্রিভুবন যায় মনস্তাপ ॥(৩)

---

(১) এই চরণটী আমাদিগের নিজ কৃত। (২) শর্করা।

(৩) সর্গসমাপ্তিকালে পরিত্যক্ত আশীর্ব্বাদসূচক শ্লোকদ্বয়ের ভাবার্থমাত্র নিম্নে প্রকটিত হইল।

"যিনি নাগনায়কপর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া, ফণস্থিত মণিগণের প্রতিবিম্ব চরণে পতিত হওয়াতে এবং চরণের প্রতিবিম্ব মণিগণের উপর পতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন শত শত অক্ষিদ্বারা জলধিতনয়া লক্ষ্মীকে দেখিতেছেন, এবং যিনি রাধিকার বক্ষঃস্থল মুহুর্মুহুঃ নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন।"

হেন জয়দেববাক্য রচনা সংস্কৃতে।
ভাঙ্গিয়া করিলঁ(১) আমি সহজ প্রাকৃতে॥
এই দোষ ক্ষমিবে শ্রীকৃষ্ণভক্তগণ।
বৈষ্ণবের আজ্ঞা হেতু আমার রচন(২)॥
সমাপ্ত করি গজ ইষু রস সোমে।(৩)
কৃষ্ণপক্ষ আষাঢ়ের দিবস পঞ্চমে॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে প্রাকৃতভাষায়াং স্বাধীন-ভর্তৃকাবর্ণনে সুপ্রীতপীতাম্বরো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ॥(৪)

---

(১) করিলাম।

(২) কোন্ মহাত্মার অনুজ্ঞাতে বৈষ্ণবকবি গিরিধর কর্ত্তৃক গীতগোবিন্দের এই সুললিত অনুবাদ রচিত হয়, তাহা আমরা বিদিত নহি, কিন্তু এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে ক্ষান্ত থাকিব না। যদি অনুসন্ধান করিয়া সেই মহাত্মার নাম জানিতে পারি, তবে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁহার নাম প্রকাশ করিব। আমরা কবি গিরিধরের জীবনী সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিতে ক্রটি করিব না। পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ সন্ধান দিতে পারেন, তবে আমরা বড়ই বাধিত হইব।

(৩) গজ=৮, ইষু=৫, রস=৬, সোম=১। অর্থাৎ এই অনুবাদ ১৬৫৮ শাকে রচিত হয়।

(৪) যে সর্গে পীতাম্বর (রাধিকা সহ মিলনে) সুপ্রীত। আর্নল্ড সাহেব ইউরোপীয় সামাজিক নীতির বশবর্ত্তী হইয়া এই সর্গটী পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহাতে অশ্লীলতা কিছুই দেখিতে পাই নাই। জয়দেব স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য গীতগোবিন্দ কাব্য রচনা করেন নাই। যাঁহারা পাঠদশা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং যাঁহারা ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে পটু, তাঁহাদিগের জন্যই এই মহাকাব্য প্রণীত হইয়াছে।

Krishna in Supreme felicity.

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

আমরা এই পুস্তকের তৃতীয় সর্গের টীকাতে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ হইতে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু সেই তত্ত্বের ইয়ত্তা করিবার সাধ্য কাহার আছে? যিনি শ্রীমদ্ভাগবত উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছেন, তিনিই সেই তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবেন; অন্য কেহ সেই মহান্ তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেক না। যাঁহার অন্তঃকরণ আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ, এবং যিনি সর্ব্ব সমক্ষে নিজে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছি এই রূপ ভাণ করিয়া সকলের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, তাঁহার পক্ষে এই তত্ত্ব অন্ধের পক্ষে দর্পণের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেম সামান্য নায়কনায়িকার প্রেম বলিয়া উপহাস করিবেন। কিন্তু যিনি যথার্থ ভগবদ্‌প্রেমে উন্মত্ত, তিনি যতই ঐ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবেন, ততই তাঁহার নেত্র হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে থাকিবেক। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সেই তত্ত্ব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, অতএব তিনি নিজে ক্রন্দন করিয়াছিলেন, এবং জগৎকে ক্রন্দন করাইয়াছিলেন। কবি সেই প্রেম যে প্রকারে বর্ণন করুক না কেন, সেই প্রেমের রহস্য উদ্ভাবন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। জয়দেব নায়কনায়িকার প্রেমের ন্যায় রাধাকৃষ্ণের প্রেম বর্ণনা করিয়াও পদে পদে পাঠককে ভ্রম হইতে সতর্ক করিয়াছেন। তিনি পদে পদে হরির চরণ স্মরণ করিয়াছেন, এবং পাঠককে সেই সৎপথের পথিক করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি শিশুর ন্যায় সরল নির্ম্মলান্তঃকরণে হরির চরণ হৃদয়ে

ধারণ করিয়াছেন, এবং সকলের অন্তঃকরণে কলিকলুষনাশকারী হরি প্রস্ফূরিত হউন এই রূপ প্রার্থনা বারম্বার করিয়াছেন। জয়দেবের গীতগোবিন্দে হরির তত্ত্ব ওতপ্রোতরূপে অবস্থিতি করিতেছে, ইউরোপীয় বুধমণ্ডলী মুক্তকণ্ঠে তাহা স্বীকার করিতেছেন। আমরা এই পুস্তকের কোন কোন স্থলে তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। আর্ণল্ড সাহেব গীতগোবিন্দের গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, এই স্থলে আমরা সেই মতের সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"The 'Gita Govind,' then, or 'Song of Govind', is a Sanskrit idyll, or little pastoral drama, in which under the form of Krishna, an incarnation of the God Vishnu—the human soul is displayed in its relations alternately with earthly and celestial beauty. Krishna —at once human and divine—is first seen attracted by the pleasures of the senses (personified by the shepherdesses in the wood), and wasting his affections upon the delights of this illusory world. Radha, the spirit of intellectual and moral beauty, comes to free him from his error by enkindling in his heart a desire for her own surpassing loveliness of form and character; and under the parable of a human passion * * * * the gradual emancipation of Krishna from sensuous distractions, and his union with Radha in a high and spiritualised happiness, are pourtray-

ed. Their general interpretation, at any rate, though disputed by certain authorities, is maintained by Jones, Lassen, and others."

এই মত চৈতন্যচরিতামৃতের মত হইতে ভিন্ন হইলেও ইহার বিরুদ্ধে আমাদিগের কোন কথা বলিবার নাই।

গীতগোবিন্দে যে প্রেমরহস্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা জগতে দুর্লভ। ভাগবতপুরাণে সেই নির্ম্মল প্রেম পূর্ণমাত্রায় বর্ণিত আছে; এক পরমাত্মা দুই রূপ ধারণ করিয়া প্রেমরস আস্বাদন করিতেছেন। রাধাকৃষ্ণের প্রেম নির্ম্মল ভাস্করের ন্যায় দীপ্তিকারী, ইন্দ্রিয়চরিতার্থকারী অন্ধ কাম নহে। জয়দেবের গীত-গোবিন্দ পাঠে মনঃ কলুষিত হয় না; বরং জীবাত্মা পরমাত্মার বিরহে ব্যাকুল হইয়া তাহার অন্বেষণার্থে ভ্রমণ করিতে থাকে। সে তাহাকে না পাইয়া বিরহে তারস্বরে চীৎকার করিতে থাকে; তাহার অন্বেষণার্থে গভীর নিশীথকালে তমালরাজীর ঘোর অন্ধকারে বিরহবিধুরা কামিনীর ন্যায় অশ্রুজলে ভাসমান হইতে থাকে, এবং "যামি হে কমিহ শরণং" বলিয়া বনস্থলী আকুলিত করিয়া ফেলে। এবং যখন সেই পরম পদার্থ নিকটবর্ত্তী হয়, তখন সেই জীবাত্মা প্রেমে গদ গদ হইয়া পুলকিত কলেবরে নৃত্য করিতে থাকে, এবং সংসারের ঘোর তমিস্ররাশির মধ্যে সে জ্যোতির জ্যোতিকে দেখিয়া পূর্ণানন্দ অনুভব করিতে থাকে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের দাস। রাধিকা তাঁহার প্রেমময়ী মূর্ত্তি। তিনি রাধিকার প্রেমে উন্মত্ত; কোটী কোটী গোপাঙ্গনার মিলনে তাঁহার যে আনন্দোদয় হয় না, শ্রীরাধিকাকে এক মুহূর্ত্তকাল প্রাপ্ত হইলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকে না। তিনি সে সম্বন্ধে

সকলকে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন না। তখন তাঁহার হৃদয়-সিংহাসনে একাধিকাই স্থান পান। ভক্তের অন্তরের অন্তরে যখন পরমাত্মা পাত্রস্থিত বারির উপরে দিনমণির ন্যায় প্রতিভাত হয়, তখন তাহার মনে অন্য কোন বাসনা থাকে না, তখন সে সংসারের সামান্য সুখকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিতে থাকে, এবং প্রেমে উন্মত্ত হইয়া ভক্তি সহকারে মস্তক নত করিয়া দশনে তৃণ ধারণ করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে বলিতে থাকে——

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।"